NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ সুনীল স্মরণে সাহিত্য সুবাস

পুলিশের জালে ১৩ ডাকাত ৬

কলকাতা ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ২১ ভাদ্র ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ৮৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 8.9.2023, Vol.17, Issue No. 89, 8 Pages, Price 3.00

রাজ্যের বিধায়ক, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর বেতন বৃদ্ধি হল চল্লিশ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগে সুখবর রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের। অনেকটাই বাড়ছে তাঁদের বেতন। রাজ্যের বিধায়ক, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী সকলেরই বেতন বৃদ্ধি করা হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রতিটি স্তরেই ৪০ হাজার টাকা করে বেতন বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছেন। তবে তাঁর নিজের বেতন তিনি বাড়াচ্ছেন না। এদিন বিধানসভা অধিবেশনের শেষ লগ্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের রাজ্যের বিধায়কদের বেতন দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম। তাই আমাদের সরকার বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

নিজের বেতন বৃদ্ধি করবেন না বলে বিধানসভার অধিবেশনেই জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মমতা বলেন, 'প্রাক্তন সাংসদ হিসাবে আমি পেনশন বাবদ এক লক্ষ টাকা পাই। এ ছাড়াও, বিধায়ক হিসাবে আমি বেতন পাই। কিন্তু নিই না। আমি আমার বই বিক্রির স্বত্ব বাবদ যা টাকা পাই, তা দিয়েই আমার চলে যায়।'

মূলত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং বিধায়ক; এই তিন স্তরে বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিধায়কদের বেতন ছিল প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা। তা বেড়ে হল ৫০ হাজার টাকা। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীরা এত দিন মাসে ১০ হাজার ৯০০ টাকা করে পেতেন। এখন থেকে তাঁরা পাবেন ৫০ হাজার ৯০০ টাকা। এ ছাড়া, রাজ্যে যে পূর্ণমন্ত্রীরা আছেন, তাঁদের বেতন ছিল ১১ হাজার টাকা। তাঁরা বেতন বাবদ এ বার থেকে ৫১ হাজার টাকা পাবেন।

সরকারের বেতন কাঠামো অনুযায়ী, ভাতা এবং কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্য সবমিলিয়ে রাজ্যের বিধায়কেরা এত দিন মোট ৮১ হাজার টাকা পেতেন। এ বার থেকে তাঁদের মোট প্রাপ্য হবে ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এবং প্রতিমন্ত্রী, পূর্ণমন্ত্রীরা এত দিন ভাতা ইত্যাদি মিলিয়ে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা পেতেন। এ বার থেকে তাঁরা পাবেন প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।

বিধানসভায় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বর্ধিত বেতন নেবেন না বিজেপি বিধায়কেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ওই সিদ্ধান্তকে সমর্থন না করার কথা জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার রাজভবনের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'বিধায়কের ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি না।' পরিবর্তে ডিএ বা অন্য পেশার কর্মীদের বেতনবৃদ্ধির পক্ষে সওয়াল করেন বিরোধী দলনেতা। তাঁকে বেতন বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সাফ জানান, 'আমরা বারবারই বলে আসছি, আশা কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ারদের সম কাজে সম বেতন নীতি করা হোক। ৫০০, ১০০০-এর ভাগাভাগি না করে সব মহিলার জন্য মাসে ২০০০ টাকা দেওয়া হোক। এই বাড়তি বেতন দিয়ে সেসব করা হোক। আমাদের বাড়তি ভাতা চাই না।'

পয়লা বৈশাখেই পালিত হবে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস'

নিজস্ব প্রতিবেদন: পয়লা বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথম দিনটিকেই এবার থেকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে পালন করা হবে। এই মর্মে একটি প্রস্তাব বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে। একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি রাজ্য সঙ্গীত দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব পাশ হয় বিধানসভায়।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে জানান, এর আগে নবান্নে এই সংক্রান্ত বৈঠকে বেশিরভাগ প্রতিনিধি পয়লা বৈশাখ দিনটিকেই ২০ জুনের পরিবর্তে বাংলা দিবস হিসাবে পালনের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। অন্য রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠা দিবস উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৪৭ সালের ২০জুন পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠাই হয়নি। ওইদিন অবিভক্ত বাংলার বিধানসভায় একটা প্রস্তাব আসে। কিন্তু সেই প্রস্তাব পরবর্তী ২ মাস কার্যকর হয়নি। এরপরেই বিজেপিরপ নাম না করে তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, যাদের সঙ্গে বাংলার মাটির কোনও যোগাযোগ নেই। পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের ক্ষেত্রে হিংসা, দেশভাগের স্মৃতি মুছে দেওয়ার কোনও দিনকে বেছে নেওয়া যাবে না। তাঁর ভাষণে এদিন রাজ্যের নাম 'বাংলা' করার বিষয়েও বিরোধীদের তুলোধনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, পাকিস্তানেও পঞ্জাব প্রদেশ আছে, আবার ভারতেও আছে পঞ্জাব রাজ্য। সেক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হয় না। অথচ বাংলাদেশ একটা দেশ আর বাংলা একটা রাজ্য- এই নিয়ে জলঘোলা করা হচ্ছে। অথচ ওয়েস্ট বেঙ্গল নাম সবার পিছনে আসে বলেই রাজ্যের নাম বাংলা করার প্রস্তাব পাশ হয় বিধানসভায়। কিন্তু কেন্দ্রের কাছে তা এখনও পড়ে আছে। মুখ্যমন্ত্রীর আগে বক্তব্য রাখতে উঠে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষ করে বলেন, এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর না করতে রাজ্যপালকে নিষেধ করা হবে। এর উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রস্তাবে রাজ্যপালের সই বাধ্যতামূলক নয়। রাজ্যপাল সই না করলেও সরকার ওই দিনই পালন করবে। আলোচনার শেষে ১৬৭ -৬২ ভোটে প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত হয়।

হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপির ইশারায় কাজ করছেন রাজ্যপাল। এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যেন সেই অভিযোগেই সিলমোহর দিলেন। একপ্রকার হুঁশিয়ারির সুরে বলে দিলেন বাংলা দিবস নিয়ে যে প্রস্তাব বিধানসভায় সরকার পেশ করেছে, সেই প্রস্তাবে রাজ্যপালকে সই করতে দেবেন না। বৃহস্পতিবার 'বাংলা দিবস' নিয়ে বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ করেছে রাজ্য সরকার। সেই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন বিজেপি বিধায়করা। তাঁদের দাবি 'বাংলা দিবস' পালন করতে হবে ২০ জুনই। সেই দাবিতে এদিন বিধানসভায় রীতিমতো হট্টগোল বাঁধান বিরোধী দলনেতা। এদিন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পাঞ্জাবির উপর একটি গেঞ্জি পরে এসেছিলেন। তাঁর গেঞ্জিতে লেখা ছিল, '২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস। পাঞ্জাবির পিছনে রাজ্যের ম্যাপ এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিও ছিল।'

মমতাকে ধর্নায় বসার জন্য করজোড়ে স্বাগত রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষায় রাজভবন-নবান্ন সংঘাতে এবার নয়া মোড়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রমণের পাল্টা মুখ খুললেন এবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শিক্ষক দিবসের দিন রাজভবনের সামনে ধরনায় বসার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই হুঙ্কারের দু'দিনের মাথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার আন্দোলনে স্বাগত জানালেন রাজ্যপাল বোস।

বুধবার দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরেছেন রাজ্যপাল। রাজভবন যাওয়ার পূর্বে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে দু'হাত জোড় করে বলেন, 'আমার সাংবিধানিক সহকর্মী মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত তাঁর প্রতিবাদ আন্দোলনের জন্য। করজোড়ে রাজভবনের ভেতরেই তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি।'

গত ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিন কোনও রকম রাখঢাক না করেই কার্যত সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। বলেন, 'শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচাতে প্রয়োজনে রাজভবনের সামনে ধরনায় বসব।' মুখ্যমন্ত্রীর সেই হুঁশিয়ার পর কেটেছে দুটো দিন। আজ রাজ্যপাল ফিরেছেন কলকাতায়। আর বঙ্গে এসে মুখ্যমন্ত্রীর ধর্না দেওয়ার হুঁশিয়ারিকে কার্যত হাসিমুখে স্বাগত জানাতে দেখা গেল তাঁকে।

তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, 'রাজ্যপাল আপনি এখন বলছেন আপনি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে স্বাগত জানাচ্ছেন। আপনি কি প্রশাসনিক প্রধানকে সম্মান দিয়েছেন কখনো ? নির্বাচিত প্রশাসককে সম্মান দেননি বরং বিজেপিকে খুশি করতে কাজ করেছেন।'

কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার কলকাতার ইস্কন মন্দিরে হয় বিশেষ পুজো, চলে প্রার্থনাও। *ছবি: অদিতি সাহা*

শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নতুন প্রজন্মের বিকাশের কথা মাথা রেখে বিশ্ববিদ্যালগুলি দুর্নীতি ও হিংসামুক্ত হওয়া প্রয়োজন বলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস মন্তব্য করেছেন। উপাচার্য নিয়োগ প্রসঙ্গে তাঁর করা পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করে রাজ্যপাল বৃহস্পতিবার বাংলায় এক ভিডিও বার্তা দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য উপাচার্য থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা দপ্তর উপাচার্য নিয়োগ করেছে। সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্তকে বেআইনি ঘোষণা করেছে। সেই কারণে উপাচার্যদের চলে যেতে হয়েছে। সেই অবস্থায় আচার্য হিসাবে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ করেছেন। রাজ্য সরকার সেই সিদ্ধান্ত ভুল বলে চিহ্নিত করলেও কলকাতা হাইকোর্ট বলছে তা সঠিক। সরকার মনোনীতদের উপাচার্য নিয়োগ করা হয়নি। কারণ, তাঁদের কেউ দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল, কারও বিরুদ্ধে ছাত্রীকে হেনস্থা করার অভিযোগ রয়েছে, কেউ আবার রাজনৈতিক খেলা খেলছিল বলে রাজ্যপাল মন্তব্য করেন। তাঁর নিযুক্ত পাঁচজন অস্থায়ী উপাচার্যকে পদত্যাগ বাধ্য করা হয়েছে অভিযোগ করে বোস বলেন, 'তাঁরা আমাকে জানিয়েছে, তাঁদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের তরফে চাপ তৈরি করা হয়েছে।'

পাঁচ উপাচার্যকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে খুনের হুমকিও। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ রাজ্যপালের। 'শেষ পর্যন্ত লড়ব', হুঁশিয়ারি সিভি আনন্দ বোসের। এরপরই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুর প্রসঙ্গও তোলেন রাজ্যপাল। তাঁর দাবি, যাদবপুরের মতো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মেধা সন্ত্রাস' চলছে। যারা দুর্নীতি করছে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকারও করেন রাজ্যপাল।

উপাচার্য নিয়োগ প্রসঙ্গে তাঁর করা পদক্ষেপের পক্ষে সাফাইও দেন রাজ্যপাল। বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উপাচার্য থাকা প্রয়োজন। শিক্ষাদপ্তর উপাচার্য নিয়োগ করেছে। সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্তকে বেআইনি ঘোষণা করেছে। সেই কারণে উপাচার্যদের চলে যেতে হয়েছে। সেই অবস্থায় আমি অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ করেছি।' তবে রাজ্যপালকে দুষছে তৃণমূল। রাজ্যপালকে 'বিজেপির তল্পিবাহক' বলে কটাক্ষ করেন সাংসদ শান্তনু সেনের।

আজ ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধূপগুড়ি সভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে শুক্রবার। এই নির্বাচন নিছকই একটা উপনির্বাচন হলেও লোকসভা নির্বাচনের আগে এই নির্বাচনকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে সব রাজনৈতিক দল। কারণ উত্তরের রাজনীতির নিরিখেও এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৭ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে ভোটগণনার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ফলাফলের আগেই হারের আশঙ্কায় গণনায় কারচুপির চেষ্টার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

যদিও ভোট পর্বের মতোই গণনা পর্বেও কোনওরকম অশান্তির ঘটনা এড়াতে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। গণনা কেন্দ্রের ২০০মিটারের মধ্যে বৃহস্পতিবার থেকেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। গণনা কেন্দ্র ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। ভোট গণনা শুরু হবে সকাল আটটায়।

'মিথ্যা বলছেন রাজ্যপাল'!

আজ রাজভবনের বাইরে ধর্নায় উপাচার্য ফোরাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার সকালেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজভবনে এসে ধর্না দিতে বলেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জানা গেল ধর্না হচ্ছে। রাজভবনের বাইরে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য তথা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শুক্রবার সকালেই ধর্না দিতে আসছেন উপাচার্যরা। তৃণমূলের আমলে তৈরি উপাচার্যদের সংগঠন 'দ্য এডুকেশনিস্ট'স ফোরাম' বৃহস্পতিবার একটি প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ১১টায় রাজভবনের উত্তরের গেটের সামনে রাজ্যপালের আচরণের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানাবেন তাঁরা। উপাচার্যদের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা প্রক্রিয়া নিয়ে সরাসরি মিথ্যা কথা বলেছেন রাজ্যপাল। বৃহস্পতিবার সকালে সেই মিথ্যায় ভরা রাজ্যপালের ভিডিওবার্তা সম্প্রচার করা হয়েছে খাস রাজভবন থেকে।

রাজ্যপালের এই বার্তা প্রকাশ্যে আসার কয়েক ঘণ্টা পরই একটি বিবৃতি দিয়ে রাজ্যপালের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানায় উপাচার্যদের ফোরাম। প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনের তরফে অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র এবং অধ্যাপক দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, উপাচার্য যা বলেছেন, তার আদ্যোপান্ত মিথ্যা। প্রথমত, তিনি গত কয়েক দিন ধরেই রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় এক অদ্ভুত জটিলতা তৈরি করেছেন। দ্বিতীয়ত, বিধানসভায় উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত যে বিল পাশ হয়েছে তা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করতেই রাজি নন। আর এর উপর বৃহস্পতিবার রাজভবন থেকে প্রকাশিত ভিডিওবার্তায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা ব্যবস্থা কতকগুলি মিথ্যা কথা বলেছেন। আজ এর প্রতিবাদেই রাজভবনের উত্তরের গেটের উল্টো দিকে শান্তিপূর্ণ ধর্নায় বসবেন সংগঠনের সদস্যরা। সেখানে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরাও। রাজ্যপালকে দেবেন স্মারকলিপিও।

'আসিয়ান সেন্ট্রালিটি'-কে পূর্ণ সমর্থন, নাম না-করে চিনকে কড়া বার্তা মোদির

জাকার্তা, ৭ সেপ্টেম্বর: ২০তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলনের মঞ্চকে ব্যবহার করে, বৃহস্পতিবার নাম না করেই চিনকে কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চিনের সম্পূর্ণ বিপরীতে হেঁটে, তিনি 'আসিয়ান সেন্ট্রালিটি'-র পক্ষেও ভারতের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। মুক্ত এবং নিয়ম-তান্ত্রিক ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পক্ষে জোরালো সমর্থন জানান। দক্ষিণ চিন সাগরে, চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে আসিয়ান সদস্যদের উদ্বেগের মধ্যে, প্রধানমন্ত্রীর এদিনের মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক মহল। উল্লেখ্য, ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির এক কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হল আসিয়ান গোষ্ঠী। ভারতের ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিকল্পনায় এই গোষ্ঠীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য করিডোর। এই এলাকার উপর চিন তার সম্পূর্ণ অধিকার দাবি করে। এই নিয়ে আসিয়ান গোষ্ঠীর বেশ কয়েকটি সদস্য দেশের সঙ্গে বেজিংয়ের

বিরোধ রয়েছে। তারা 'আসিয়ান সেন্ট্রালিটি' বা 'আসিয়ান কেন্দ্রিয়তা'র কথা বলে। এর অর্থ হল, ইন্দো-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে যে সাধারণ চ্যালেঞ্জগুলি রয়েছে, তার মোকাবিলায় এবং বাহ্যিক শক্তিগুলির সঙ্গে আদানপ্রদানে কোনও বিশেষ দেশ নয়, আসিয়ান গোষ্ঠীই হবে প্রধান আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্ম। অর্থাৎ, 'আসিয়ান সেন্ট্রালিটি'র ধারণা, এই অঞ্চল নিয়ে চিনা দাবির পুরোপুরি বিরোধী। এই অঞ্চলের দাবি নিয়ে 'নতুন ঠান্ডা যুদ্ধ' শুরু হতে পারে বলে একদিন আগেই সতর্ক করেছিল চিন। তার পরদিনই প্রধানমন্ত্রী মোদির এই কড়া মন্তব্য এল।

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়, আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলনের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইন্দো-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে সব দেশের জন্য আন্তর্জাতিক আইন সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। এটা সময়ের প্রয়োজন। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন এবং অনিশ্চয়তায় ঘেরা। আমাদের সকলের সামনে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা এবং ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের মোকাবিলা করা।' আসিয়ান গোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে তিনি বলেন, 'ইতিহাস এবং ভূগোল, ভারত এবং আসিয়ান গোষ্ঠীকে সংযুক্ত করেছে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মানবাধিকারের মতো মূল্যবোধে আমরা বাঁধা।'

বুধবারই আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দেন চিনা প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বন্দ্ব 'নতুন শীতল যুদ্ধে'র সূচনা করতে পারে বলে সতর্ক করেন তিনি। মতপার্থক্য, মতবিরোধ যথাযথভাবে মেটানো দরকার বলে জানান। তিনি বলেছিলেন, 'বর্তমান সময়ে, কোনও পক্ষ নেওয়া, ব্লক হিসেবে সংঘাতে যাওয়া এবং নয়া স্নায়ুযুদ্ধের বিরোধিতা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' জাকার্তায়, প্রধানমন্ত্রীর এদিনের বক্তব্যতারই জবাব বলে মনে করা হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৭৮৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sandip Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sushanta Ghosh ও Lt. S. Kr. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIT NO. 021/SBM(G)/2023-24,** Last date of submission **15.09.2023 up to 6 pm.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram Panchayat.

E-Tender

Re- E- tender are invited by the Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIT NO- RGP/1036/15thFC TIED (5)/2023-24,** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **12.09.23 up to 4p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Rahamatpur Gram Panchayat.

নাম-পদবী

গত ২৯/১১/২০২১ S.D.E.M. সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Soumita Garang D/o. Jadab Garang নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sadia Parvin নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৯/২৩ S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৬১১ নং এফিডেভিট বলে Aiueb Hosain Sk S/o. Mojam Sk ও Sk. Aiueb Hossain, Sk. Aiyub Hossein S/o. Sk. Muzam Ali, Sk. Mojam, Mojam Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

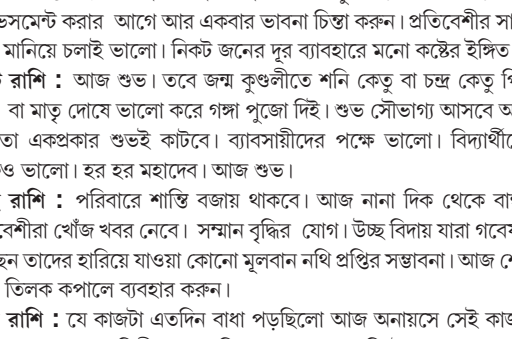

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই সেপ্টেম্বর , ২১ শে ভাদ্র। শুক্রবার। নবমী তিথী। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা, বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহত দাম্পত্য জীবনে আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর ,অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন ,অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী,কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আনতে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রী জগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব ।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা ,কাকা ,জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি হবে। হর হর মহাদেব।

(আজ স্বাক্ষরতা দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মহাকরণ মেট্রো স্টেশনে বসছে এএফসি-পিসি গেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাওড়া ময়দান থেকে পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোর এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত বেশিরভাগ স্টেশনের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ। এখন বৈদ্যুতিক, সৌন্দর্যায়ন সহ নানা কাজও চলছে পুরোদমে। আর তাও প্রায় শেষের দিকে। চলতি বছরের শেষেই স্টেশনগুলি দিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে কলকাতা মেট্রো রেলের তরফ থেকে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলতেই হয়, দেশে এই প্রথমবার মেট্রো পরিষেবা চালু হলে যে কোনও নদীতেই মেট্রো চলাচল শুরু হবে। আর এই মেট্রো শুরু হলে কলকাতা থেকে হাওড়ার মধ্যে যাতায়াত অত্যন্ত মসৃণ হবে। শুধু তাই নয়, হুগলি নদীর দুই তীরের হাওড়া ও কলকাতা, এই শতাব্দী প্রাচীন যমজ শহরদুটিও মেট্রো পরিষেবার মাধ্যমে যুক্তও হবে।

এর মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য কাজ হল মহাকরণ মেট্রো স্টেশনের কনকোর্স স্তরে স্বয়ংক্রিয় ভাড়া সংগ্রহ এবং যাত্রী নিয়ন্ত্রণের জন্য এএফসি-পিসি গেট স্থাপন। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে এই স্টেশনে মেট্রো ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে মোট আঠারোটি মোট ১৮ এএফসি-পিসি গেট স্থাপন করা হবে। এর মধ্যে ১০ টি গেট দ্বি-মুখী হবে যা দিনের ব্যস্ততম সময়ে যাত্রী চলাচলের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেবে।

যাঁরা হাঁটাচলার ক্ষেত্রে অক্ষম তাঁদের জন্য দুটি বিশেষ গেট রাখা হয়েছে। সাধারণ যাত্রীরাও এই দুটি গেট ব্যবহার করতে পারবেন বলেও জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। বাকি আটটি গেটের মধ্যে চারটি পৃথকভাবে যাত্রীদের প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য রখা হচ্ছে।

এই আধুনিক গেটগুলি দিয়ে প্রতি মিনিটে ৪৫ জন যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন বলেই জানাচ্ছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এই গেটগুলিতে যাত্রীরা তাদের মেট্রো টোকেন বা স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, এই গেটগুলিতে কিউ আর কোড স্ক্যানারও রয়েছে যাতে যাত্রীদের কিউআর কোড ভিত্তিক টোকেনের সাহায্যে সহজেই এই গেটগুলির মাধ্যমে স্টেশনে প্রবেশ করা সম্ভব হয়।

‘ব্লু স্কাই ডে’ পালনে ব্যারাকপুরে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শহর ঝকঝকে রাখার বার্তা দিয়ে ‘ব্লু স্কাই ডে’ পালনে বৃহস্পতিবার বর্ণাঢ্য র‍্যালি করল ব্যারাকপুর পুরসভা। দূষণ প্রতিরোধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এদিন ব্যারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। র‍্যালি ব্যারাকপুর স্টেশনের কাছ থেকে শুরু হয়ে এস এন ব্যানার্জির রোডের চিড়িয়া মোড় পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে র‍্যালি বিটি রোড ধরে পুরসভার সামনে গিয়ে শেষ হয়। এদিন ব্যারাকপুর পুর অঞ্চলের ১২টি উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ক্লিন ব্যারাকপুর গড়ার লক্ষ্যে র‍্যালিতে সামিল হয়েছিলেন। এদিনের র‍্যালিতে অংশ নিয়ে পুরপ্রধান উত্তম দাস বলেন, দূষণ প্রতিরোধে পুরসভার পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সরকারের নির্দেশ মতো এদিন ‘ব্লু স্কাই ডে’ পালন করা হল।

শ্যামনগর গুড়দহ নতুন পল্লির খুঁটিপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খুঁটি পুজোর মাধ্যমেই দুর্গা পুজোয় ঢাকে কাঠি। খুঁটি পুজো মানেই দশভুজার আবাহন। বৃহস্পতিবার ঘটা করেই সম্পন্ন হল শ্যামনগর গুড়দহ নতুন পল্লি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির খুঁটি পুজো। এবারে নতুন পল্লীর পুজো ৭৫ তম বর্ষে পড়ল। এই পুজোর অন্যতম উদ্যক্তা ভাটপাড়ার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার। এবারের থিম ভাবনা দিল্লির লালকেল্লা। পাশাপাশি ইসরো-র বিজ্ঞানীদের অসামান্য অবদানের জন্য তাঁদের প্রতি সম্মান জানিয়ে পুজোর বিশেষ আর্কষণে থাকছে চন্দ্রযান-৩ । সোমনাথবাবু জানান, পুজো ঘিরে থাকছে সেবামূলক কর্মকাণ্ড। এলাকার কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। তাঁর দাবি, জাঁকজমক সহকারে

পুজো ছাড়াও পুজো কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবিরের মতো নানা সেবামূলক কর্মসূচি করা হয়ে থাকে।

মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মানুষকে ত্রাণ দিয়ে রাখতে চান, পরিত্রাণ নয়: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মানুষকে ত্রাণ দিয়ে রাখতে চান, পরিত্রাণ দিতে চান না। বৃহস্পতিবার হাওড়ার পাঁচলাতে জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে এসে এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, বাংলাতে কর্মসংস্থান নেই এটা সকলে জেনে গিয়েছেন। তাই দিল্লিতে যদি তৃণমূল ধর্নাতে বসে তাহলে রাজ্যের কিছু বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হবে। গোয়াতে ৫০০ টাকা রোজে বাংলা থেকে লোক নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন। এবার দিল্লি গেলে কিছু বেকার যুবক কয়েকদিন ৭০০-১০০০ টাকা পাবে। এতে তাদের রোজগার হবে। সারাদিন খাওয়াদাওয়া পাবে। এর আগেও রাজ্য থেকে বেকার যুবকেরা কর্মসংস্থান পেতে ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়েছে। বিভিন্ন দুর্ঘটনাতে কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে। পাশাপাশি মোদি সরকার আসার পর বিরোধীদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে বলেও দাবি করেন সুকান্ত। তিনি বলেন, ‘কবিগুরুর দেবে আর নেবে, মিলবে মিলিবে এই তত্ত্বেই বিরোধীরা বিশ্বাসী। তাই ঝালদার আসন তৃণমূলকে ছেড়ে দিয়ে অধীরবাবু নিজের আসন বাঁচাবেন। নিজেদের বন্ধ ব্যবসা চালু করতে মোদি হাটাও অভিযান শুরু করেছে, যেখানে ভারতের অগ্রগতিতে বিশ্বের সব দেশ ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে।’

উল্লেখ্য হাওড়ার পাঁচলা ব্লকে জন্মাষ্টমীর দিনে বিগত আট বছর ধরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। এই বছরেও দশ হাজার ভক্তদের উপস্থিতিতে বিশাল শোভাযাত্রা এলাকা পরিক্রমা করে। বৃহস্পতিবারের এই অনুষ্ঠানে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সহ একাধিক বিজেপি নেতা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যপালের অসহযোগিতায় ব্যাহত হল মন্ত্রিসভার প্রস্তাবিত রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রস্তাবিত রদবদল ব্যাহত রাজ্যপালের অসহযোগিতায়। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন যাত্রার আগে মন্ত্রিসভায় রদবদল করা হতে পারে । রাজভবনে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য চিঠিও পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠি পাঠানোর পর তিন দিন পেরিয়ে গেলেও নিরুত্তর রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আর তাতেই প্রশাসনিক মহলের ধারণা অন্য আর প্রায় সমস্ত প্রশাসনিক বিষয়ের মতো এবার মন্ত্রিসভার রদবদল নিয়েও রাজভবনের অসহযোগিতা শুরু হয়েছে ! যদিও এই নিয়ে সরকার বা রাজভবনের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে সূত্রের খবর, রাজভবনের এহেন ভূমিকা আদৌ ভালো চোখে দেখছে না নবান্ন। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী কাকে মন্ত্রী করবেন, কোন কোন দপ্তর দেবেন সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের

এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা মুখ্যমন্ত্রীর রয়েছে। আর এখানে কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারেন না রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। কিন্তু রাজ্যপালকে জানানোর পরেও মন্ত্রিসভার রদবদল নিয়ে রাজভবনের নীরব থাকা, অসহযোগিতারই সমান বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সাম্প্রতিক সময়ে উপাচার্য বদল-সহ একাধিক বিষয়ে রাজভবন এবং নবান্নের সংঘাত প্রকাশ্যে এসেছে। সরাসরি এই নিয়ে মুখ খুলতেও দেখা গিয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজভবনের হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে অর্থনৈতিক অবরোধের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। পালটা হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গিয়েছে রাজ্যপালকেও। এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রিসভার রদবদল নিয়ে রাজভবনের ‘উদাসীনতা’ পুরো বিষয়টিকে অন্যমাত্রা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরের আগে নবান্নের অন্দরে রদবদল নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। সূত্রের খবর, এবার মন্ত্রিসভার রদবদলে নতুন মুখ সেভাবে না এলেও কয়েকজন মন্ত্রীর দপ্তর অদলবদল করা হতে পারে। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরের আগে মন্ত্রিসভার রদবদল নিয়ে রাজভবন থেকে কোনও ইতিবাচক উত্তর আসে কি না, সেটাই এখন দেখার। নাকি রাজভবনের উত্তর না পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মতো করে মন্ত্রীদের দপ্তর বদল সম্পন্ন করেন, সেটাও এখন দেখার বিষয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যেহেতু নতুন মুখ আসছে না, সে ক্ষেত্রে রাজ্যপালের অনুমোদন কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়।

কেরালায় ফিরে যাওয়ার নিদান দিলেন মদন মিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘ওটা রাজ্যপাল নয় হরিদাস পালের বাড়ি’, রাজ্যপালকে হরিদাস পাল বলে সম্বোধন করে নাকে খত দিয়ে। বৃহস্পতিবার জন্মাষ্টমীর দিনে হাওড়ার লিলুয়া এলাকার রবীন্দ্র সরণীতে দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজো উপলক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রাজ্যপালকে হরিদাস পাল বলে কটাক্ষ করলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। তিনি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বাংলাভাষাকে অপমান করার অভিযোগ তুলে বলেন, ‘ রাজ্যপাল যেভাবে বাংলা ভাষা বলেছেন তাতে বাংলা ভাষার অপমান হয়েছে। তাই অবিলম্বে রাজ্যপালকে রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাকে খত দিয়ে কেরলে ফিরে যাওয়া উচিত। তার সঙ্গে যদি বাংলার দশ কোটি মানুষ থাকেন তাহলে রাজভবনে ভিতরে দড়ি টাঙিয়ে প্রতিযোগিতা করে দেখুক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আসতে হবে না, আমরাই তার জন্য যথেষ্ট। পাশাপাশি রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের দিন ধার্য করা নিয়ে পদ্ম শিবিরের সমালোচনা করে আরএসএস কার্যকর্তাদের পা চাটা পোষ্য বলে সম্বোধন করেন মদন মিত্র। তিনি বলেন, ‘বিরোধীদের কাজ বিরোধিতা করা। আমরা যদি পয়লা বৈশাখে পরিবর্তে ২৫শে বৈশাখ, ২৩শে জানুয়ারি অথবা ২রা অক্টোবর দিন ঠিক করতাম তাহলেও বিরোধিরা বিরোধিতা করত। কি কারনে তারা বিরোধিতা করছে তা তারা বলতে পারবেন না। তাদের জিজ্ঞাসা করলে বলবে পার্টি বা আরএসএস থেকে বলে দিয়েছে। আর এস এস এর তো কর্মী হয় না, ওদের পা চাটা কুকুর হয়’ এছাড়াও বৃহস্পতিবার বিধানসভা থেকে বিধায়কদের চল্লিশ হাজার টাকা বিধায়ক ভাতা বাড়ানোর নির্দেশিকা জারি করা হয়। যদিও সেই টাকা বিধায়কদের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে খরচ হয় বলেই দাবি করেন মদন মিত্র। মাসে একলাখের বেশি ভাতা হলেও সেটা পর্যাপ্ত নয় বলেই দাবি করেন বিধায়ক।

ভারত গৌরব ট্যুরিস্ট ট্রেনে ‘দক্ষিণ ভারত’ যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পর্যটকদের ঘোরাতে ‘ভারত গৌরব স্পেশাল টুরিস্ট ট্রেন’-এ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের ব্যবস্থা করল আইআরসিটিসি (ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং এন্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন)। প্রথমবার টুরিস্ট ট্রেন ঝাড়খণ্ড থেকে দক্ষিণ ভারত দর্শন ট্যুর করাচ্ছে। বৃহস্পতিবার আইআরসিটিসি-র গ্রুপ জেনারেল ম্যানেজার জাফর আজম ও পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র এই বিষয়ে বিস্তারিত জানান।

ভারত সরকারের ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’ এবং ‘দেখো আপনা দেশ’ প্রকল্পে এই স্পেশাল টুরিস্ট ট্রেনে তিরুপতি - মীনাক্ষী মন্দির - রামেশ্বরম - কন্যাকুমারী -ত্রিবান্দ্রম দর্শন করাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরো যাত্রাই হবে হবে ট্রেনে। তবে ট্রেন থামবে বড় বড় স্টেশনে। তবে যাত্রীদের শুধু ট্রেনে থাকতে হবে না। এক, একটি বড় জায়গায় নিয়ে গিয়ে হোটেলের ব্যবস্থা করা হবে। সেখানে পর্যটকরা রাত্রিবাস করবেন। দর্শনীয় স্থান দেখানোর জন্য প্যাকেজ অনুযায়ী যাত্রীদের জন্য বাসের বন্দোবস্ত করা হবে।

২৫ অক্টোবর সফর শুরু হবে ঝাড়খণ্ডের গোদ্দা স্টেশন থেকে। ১১ রাত্রি ও ১২ দিনের সফর। যাত্রাতে ভাগলপুর , কাহালগাঁওন , সাহিবগঞ্জ , বাড়হারোয়া , পাকুড় , রামপুরহাট , বোলপুর শান্তিনিকেতন , বর্ধমান , কলকাতা , খড়্গপুর , বালাসোর, ভদ্রক, কটক , ভুবনেশ্বর, খুড়দা রোড জংশন স্টেশনে যাত্রীরা ওঠা নামা করতে পারবেন।

তিনটি শ্রেণির প্যাকেজ রাখা হয়েছে

ইকনমি ক্লাস
থাকছে ৫৮০টি আসন
ইকনমি ক্লাসে নন-এসি বাজেট হোটেল থাকছে
রাত্রিবাসের জন্য।
ভ্রমণের জন্য নন-এসি বাসের ব্যবস্থা।
ইকনমি ক্লাসে খরচ ২১,৩০০ টাকা, জন প্রতি।

স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস (থ্রি এসি)
থাকছে ৭০ আসন।
বাতানকুল হোটেলের বন্দোবস্ত।
ভ্রমণের জন্য নন এসি বাস।
স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসে ৩৩,৩০০ টাকা, জন প্রতি খরচ।

কমফর্ট ক্লাস (থ্রি এসি)
থাকছে ১৪০টি আসন।
কমফর্ট ক্লাসের ক্ষেত্রে বাতানকুল বাসের মাধ্যমে ভ্রমণ করানো হবে।
কমফর্ট ক্লাসে জনপ্রতি ৩৬,৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।
সম্পূর্ণ যাত্রাতে যাত্রীদের জন্য নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও একজন দক্ষ ট্যুর গাইড, হাউসকিপিং স্টাফ , আনআর্মড সিকিউরিটি , সার্ভেলান্স ক্যামেরা, ট্রাভেল ইন্সুরেন্স ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য পূর্ব রেল থেকে ৮৫৯৫৯০৪০৭৭/ ৮৫৯৫৯০৪০৮২ নম্বরে অথবা https//www.irctctourism.com/bharatgaurav
অথবা ৩ কয়লাঘাট স্ট্রিট , গ্রাউন্ড ফ্লোর , কলকাতা ৭০০০০১ তে উৎসুক ব্যক্তিদের যোগাযোগ করা যাবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ২১ ভাদ্র ১৪৩০ শুক্রবার

আজ বিকাশ ভবনে রেজিস্ট্রারদের বৈঠকে ডাক শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাত: উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খরচ, পরিচালনা নিয়ে আলোচনায় এবার বৈঠক ডাকলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। জানা গিয়েছে, রাজ্যের মোট ৩১টি সরকারি ও সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে বৈঠকে আজ, শুক্রবার বিকাশ ভবনে দুপুর ২টোয় তাঁদের ডাকা হয়েছে। ডাক পেয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও। এই বৈঠকে তিনি সিসিটিভি লাগানোর জন্য বাড়তি অর্থ বরাদ্দের কথা তিনি তুলতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি সূত্র মারফৎ খবর মিলেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজভবনের তরফে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে সেই বৈঠকে যোগ দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

অন্য দিকে, বৈঠকের ২৪ ঘণ্টা আগে পদত্যাগ করলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নূপুর দাস। বৃহস্পতিবার তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়েছেন। যদিও তা গ্রহণ হবে কিনা সে বিষয়ে এদিন সিদ্ধান্ত নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। চলতি বছরের ২২ মে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায় হওয়ার পর নূপুর দাসকে জুন মাসে মাসিক সভা থেকে তিন মাসের জন্য রেজিস্ট্রার পদে বসানো হয়েছিল। আগামী ২০সেপ্টেম্বর সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই এই পদত্যাগ ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও কোনও চাপ নয় বরং ব্যক্তিগত কারণে এই পদত্যাগ বলে জানিয়েছেন রেজিস্ট্রার। অন্য দিকে, বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শুক্রবার দুপুর ২টোয় বিকাশ ভবনে ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে পর্যালোচনা বৈঠকে ডাকা হয়েছে। প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা করে ১৫ মিনিট কথা বলবেন ব্রাত্য বসু। ২টো থেকে বৈঠক চলবে ৩.৪৫ পর্যন্ত। ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারদের একেকটি বিভাগ ভাগ করে কথা বলা হবে। তাতে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ভালভাবে তথ্য নেওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই বৈঠকে অবশ্যই বিশেষ নজরে থাকবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । সম্প্রতি এখানে ছাত্রমৃত্যু এবং তৎপরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার শিরোনামে দেশের অন্যতম নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। এখানে আরও বেশি করে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর দাবি উঠেছে। এ বিষয়ে রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসুর প্রতিক্রিয়া ছিল, এই কাজে অর্থের কথাও ভাবতে হবে। সেই কারণে ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠকে তিনি অর্থের কথা তুলতে পারেন। ফলে এই বৈঠক বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু রাজভবনের তরফে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় বৈঠক নিয়ে নতুন করে জটিলতা তৈরি হল।

ছাত্রমৃত্যুর জের ! অনির্দিষ্টকালের জন্য কসবার স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় কসবার রথতলার সিলভার পয়েন্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এমনটা জানিয়ে বৃহস্পতিবার স্কুলের গেটে নোটিসও টাঙিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। স্কুলের এমন সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা।

স্কুলে এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে চলতি সপ্তাহে। এতে স্কুলের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখিয়েছে মৃত ছাত্রের পরিবার। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ছাত্রকে মানসিক চাপ দেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন। তদন্ত চলছে, তাতেই আসল তথ্য সামনে আসবে। ইতিমধ্যেই হাই স্কুলের প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল এবং দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়েছে ছাত্রের পরিবার।

এদিকে, বৃহস্পতিবার পড়ুয়াদের স্কুলে ছাড়তে এসে অভিভাবকেরা দেখেন বিশাল লোহার গেটে তালা মারা। তার উপরে সাঁটানো একটি নোটিস। সেখানে ছাত্রমৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে বলা হয়েছে যে, পুরো ঘটনায় স্কুলের ভূমিকা ভীষণই খারাপ দেখানো হয়েছে। একইসঙ্গে নোটিসে বলা হয়েছে, পুরো ঘটনায় গোটা স্কুল কর্তৃপক্ষ সাংঘাতিক শকড্। ট্রমা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না কেউই। এমন অবস্থায় পড়ুয়াদের সুরক্ষাই আমাদের কাছে প্রথমে অগ্রাধিকার পাবে। তাই ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় যে তদন্ত এখন স্কুলে চলছে, সেই আবহ থেকে পড়ুয়াদের দূরে রাখতেই আবার কোনও নোটিস দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে স্কুল।

চলতি সপ্তাহের সোমবার, ৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে স্কুলে রক্তাক্ত অবস্থায় এক দশম শ্রেণির ছাত্রের দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয় পাঁচ তলার ছাদ থেকে ওই পড়ুয়া পড়ে গিয়েছে। সে আত্মহত্যা করেছে না কেউ তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে তা খতিয়ে দেখতে চলছে তদন্ত। প্রাথমিক তদন্তের পর অনুমান, ওই ছাত্র নিজেই ঝাঁপ মেরেছেন। তবে এবিষয়ে স্কুলের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন মৃত পড়ুয়ার বাবা। বলেন, প্রজেক্ট জমা না দিতে পারার জন্য তাঁকে স্কুল থেকে মানসিক চাপ দেওয়া হচ্ছিল।

প্রসঙ্গত, এই ঘটনায় উঠে আসে পড়ুয়ার মানসিক অবসাদের তত্ত্বও। একসঙ্গে পড়ুয়ার বাবা বলেন, করোনাকালে বেতন কমানোর কথা বলে স্কুলে রোষের মুখে পড়েছিলেন তিনি সেজন্যেও তাঁর ছেলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে বলে অভিযোগ।

শিক্ষকদের বদলি সংক্রান্ত মামলা গেল সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষকদের প্রশাসনিক বদলি সংক্রান্ত মামলা বুধবার গ্রহণ করল সুপ্রিম কোর্ট। আইনজীবী মুকুল রোহতগি-সহ কয়েকজন বর্ষীয়ান আইনজীবী রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের হয়ে বদলি সংক্রান্ত মামলা দায়ের করেন। আইনজীবী গৌরাঙ্গ দেবনাথ জানান, ২০১৭ সালে হঠাৎই রাজ্য সরকার সার্ভিস রুলে বদল এনে জানায়, প্রশাসনিক প্রয়োজনে রাজ্যের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের বদলি করা যাবে।

এরপরই ২০২৩-এই প্রথমে ৮৫ জন, পরে ৫৫ জন শিক্ষককে কলকাতা ও তার আশেপাশের জেলা থেকে সরিয়ে দূরে বদলি করা হয়। এর বিরুদ্ধে শিক্ষকরা এবং শিক্ষক সংগঠনগুলি কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। ডিভিশন বেঞ্চ থেকে সেই মামলা সিঙ্গল বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার দূরবর্তী গ্রাম্য স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকার কথা বলে প্রশাসনিক বদলির পক্ষেই সওয়াল করে। এরপরই হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ মৌখিকভাবে প্রশাসনিক বদলির কাগজ তৈরি করতে নির্দেশ দেয়। এরই বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় মামলাকারীদের দাবি, এর ফলে শিক্ষকদের আপাতত এই গ্রাউন্ডে আর বদলি করা যাবে না বলে আদালত সম্মত হয়েছে। পরবর্তী শুনানি আগামী ৯ সেপ্টেম্বর।

কুমোরটুলি থেকে সপরিবারে কানাডা চললেন মা দুর্গা। ছবি: অদিতি সাহা।

অটো চালকদের সহবৎ শেখাতে নির্দেশিকা জারি অটো সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার অটোচালকদের সহবতের পাঠ শেখাতে উদ্যোগী হল শহরের বেশ কয়েকটি অটো সংগঠন। আর এ জন্য উল্টোডাঙা-বাগুইআটিসহ রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভা প্রত্যেকটি অটোরুটে চালকদের হাফ প্যান্ট পরে গাড়ি চালানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অটো ইউনিয়নের দাবি, যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধারা কথা মাথায় রেখেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে মহিলা যাত্রীদের অটোর সামনের আসনে বসতে হয়। সেক্ষেত্রে চালক হাফপ্যান্ট পরে থাকলে মহিলা যাত্রীদের ক্ষেত্রে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সেই চিন্তাভাবনা থেকে এই রুটের সকল অটোচালকদের হাফ প্যান্ট পরে গাড়ি চালাতে নিষেধ করা হয়েছে।

শুধু পোশাক বিধিতেই থেমেই নেই এই অটো সংগঠন। মদ্যপ অবস্থায় চালকদের অটো চালানোর প্রবণতার উপর রাশ টানতে 'কড়া' অবস্থান নিয়েছে এই আইএনটিটিইউসি পরিচালিত এই অটো সংগঠন। সভাপতি অনুপম মণ্ডলের তরফে চালকদের উদ্দেশে বেশ কয়েক দফা নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। সেখানে হ্যাফ প্যান্ট পরে বা মদ্যপ অবস্থায় অটো চালনোয় নিষেধাজ্ঞা জারির পাশাপাশি ট্রাফিক আইন মেনে গাড়ি চালনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, যেসব চালকরা নিয়ম লঙ্ঘন করবেন, তাঁদের উপর নেমে আসবে শাস্তির খাঁড়া। অটো সংগঠন সূত্রে খবর, নিয়ম না মানার জন্য বেশ কয়েকজন অটোচালকের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সংগঠনের সভাপতি অনুপম মণ্ডল বলেন, 'চালকদের নিয়মানুবর্তিতা শেখানোর চেষ্টা আমরা করছি। সব অটোচালকই যে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালান এমন নয়। তবে অনেকের ক্ষেত্রেই সেই অভিযোগ থাকে। ইতিমধ্যেই তিনজনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। হ্যাফপ্যান্ট পরে অটো চালানোও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মূলত মহিলা যাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই এটা করা হয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে উল্টোডাঙা-বাগুইআটি রুটের অটো সংগঠনের নেতা সোমনাথ দত্তের গলাতেও একই সুর।তিনি জানান, 'মহিলাযাত্রীদের অনেক সময়ই অটোর সামনে আসনে বসতে হয়। সেক্ষেত্রে চালকদের হাফপ্যান্ট পরে থাকাটা কুরুচিকর বলেই আমাদের মনে হয়েছে। শহরের বেশ কিছু রুটে অটোচালকদের নিয়মিত হ্যাফ প্যান্ট বা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে গাড়ি চালাতে দেখা যায়। এটা মোটেই ঠিক নয়। সেই কারণে আমাদের বিধানসভার আইএনটিটিইউসির সভাপতি অনুপম মণ্ডলের নির্দেশে এই নিয়ম চালু করা হয়েছে। গোটা রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভা এলাকার সব অটো রুটেই এই নিয়ম চালু হয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য ইতিমধ্যেই রুটের বেশ কয়েকজন অটোচালককে 'সাসপেন্ড' করা হয়েছে। শহরের অন্যান্য রুটের অটো সংগঠনগুলিকেও আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন এই নিয়ম চালু করেন।'

খড়দায় প্রয়াত প্রাক্তন ডিএসপি-র স্ত্রীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য প্রয়াত প্রাক্তন ডিএসপি-র স্ত্রীর ওপর চাপ সৃষ্টির অভিযোগ উঠল খড়দায়। অভিযোগ, ওই পুলিশ কর্তার স্ত্রীকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কখনও ফ্ল্যাটের সামনে আবর্জনা ফেলে পদে পদে নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। অভিযোগের আঙুল আবাসন কমিটির তিন সদস্যের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি খড়দা থানার মুখার্জি রোডের। পুলিশ দ্বারস্থ হয়েছে প্রয়াত প্রাক্তন ডিএসপি-র স্ত্রী জলি বিশ্বাস।

হুমকির জেরে আতঙ্কিত প্রয়াত পুলিশ কর্তার স্ত্রী গৃহবন্দি অবস্থায় দিন কাটছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়দার এম এস মুখার্জি রোডে গুপ্তা আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে বর্তমানে একাই থাকেন বয়স্কা জলি বিশ্বাস। তাঁর মেয়ে বেহালায় থাকেন। জলির স্বামী প্রদ্যুৎকুমার বিশ্বাস ডিএসপি ছিলেন। ২০১৮ সালে তিনি ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। ২০২০ সালে তিনি মারা যান। জলিদেবীর অভিযোগ, স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকেই ফ্ল্যাটটি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন আবাসন কমিটির তিন সদস্য। ইদানীং সেই চাপ ক্রমাগত বেড়ে গিয়েছিল। এমনকী তাঁকে প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে, ফ্ল্যাটের দরজার সামনে নোংরা-আবর্জনাও ফেলে রাখা হচ্ছে।

গত ৬ সেপ্টেম্বর জলিদেবী খড়দা থানায় আবাসন কমিটির তিন সদস্য প্রাণ গোপাল সাহা, সঞ্জয় কুমার রায় ও কার্তিক মিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। জলি দেবীর কন্যা রাখি বসু বলেন, '২০০৩ সাল থেকে তাঁরা ওই ফ্ল্যাটে বসবাস করছেন। বাবা জীবিত থাকাকালীন কোনও সমস্যা হয়নি। বাবা মারা যাওয়ার পর মা একাই ওই ফ্ল্যাটে থাকেন।'

নোটিস দিতে মামলাকারী মহিলার বাড়িতে মাঝরাতে হানা পুলিশের

ক্ষুব্ধ বিচারপতি জরিমানা করলেন দুই ওসিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজিরা দেওয়ার নোটিস দিতে মাঝরাতে ধর্ষণের অভিযোগকারী মহিলার বাড়িতে পুলিশ। এমনকী করা গভীর রাতে করা হয় হোয়াটস অ্যাপ কলও। এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের লেক থানা ও নরেন্দ্রপুর থানার আইসিকে আইসিকে জরিমানা করল হাইকোর্ট। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ দু'জনকেই লিখিতভাবে ওই মহিলার কাছে ক্ষমা চাইতেও বলেন। প্রকাশ্যে দুই ওসির ভূমিকার তীব্র নিন্দাও করেছেন বিচারপতি।

এক মহিলা গণধর্ষণের অভিযোগ করেছিলেন লেক থানা ও নরেন্দ্রপুর থানায়। সেই মামলা চলছিল আলিপুর আদালতে। মামলা চলাকালীন এজলাসে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তির দিকে আঙুল তোলেন। বলেন, ওই ব্যক্তি মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন। বিচারক তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দিয়ে উলটে নোটিস পাঠায়। বিষয়টি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফের আদালতের দ্বারস্থ হন মামলাকারী। সেই মামলায় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজিরা দেওয়ার নোটিস দিতে মাঝরাতে অভিযোগকারী মহিলার বাড়িতে হাজির হয় পুলিশ। এমনকী, হোয়াটস অ্যাপে রাতে ফোনও করা হয়।

এভাবে নোটিস পাঠাতে মহিলার বাড়িতে মাঝরাতে পুলিশ যাওয়ার কথা জেনে ক্ষুব্ধ বিচারপতি। সমস্ত দেখেশুনে তিনি দুই ওসি মহিলার কাছে ক্ষমাও চাইতে বলেন। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

ট্রেন থেকে পড়ে জখম কলেজ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হলেন এক কলেজ ছাত্রী। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদহ মেইন শাখার পলতা স্টেশনে। আহত ছাত্রী সুনীতা ভর্মা ব্যারাকপুর মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী। হুগলির চাঁপদানির বিএম রোডে বাড়ি তাঁর। জানা গিয়েছে, পরীক্ষার সিট পড়েছে পানিহাটি মহাবিদ্যালয়ে। পঞ্চম দিনের হিন্দি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন সুনীতা। পলতা স্টেশনের দু'নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ডাউন রানাঘাট লোকালে উঠতে গিয়ে পা পিছলে প্ল্যাটফর্ম ও ট্রেনের মাঝামাঝি স্থানে ঢুকে যান। রেল হকারেরা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ছাত্রীকে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ঘটনায় ওই ছাত্রীর বাঁ পা হাঁটুর নীচ থেকে বাদ গিয়েছে। আর ডান পায়ের গোড়ালি থেকে বাদ গিয়েছে।

দশম শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশনে সমস্যা, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাত: দশমের বোর্ডের পরীক্ষায় কম করে পাঁচশো পড়ুয়ার রেজিস্ট্রেশন আটকে গিয়েছে। তার জেরেই রিপন স্ট্রিটে সেন্ট অগাস্টিন স্কুলে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। অভিযোগ, এ বছর স্কুলে দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার জন্য পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশন এখনও পর্যন্ত হয়নি। এদিকে এই রেজিস্ট্রেশন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই স্কুলের তরফে টালবাহানা চলছে বলেও জানানো হয় অভিভাবকদের তরফ থেকে। অথচ তাঁদের থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রেশন বাবদ টাকাও নিয়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে অভিভাবকরা স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন অভিভাবকরা। নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে অভিভাবকদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। অন্য দিকে, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্য স্কুলের তরফে থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পরে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই প্রসঙ্গে অভিভাবকদের তরফ থেকে একজন জানান, 'আসলে এই স্কুলে আগে ৪৭ নম্বর রিপন স্ট্রিটের ঠিকানায় রেজিস্ট্রেশন ছিল। ওখান থেকে স্কুল যখন এখানে এল, তখন সমস্যা হচ্ছে। কারণ নতুন বিল্ডিংয়ের স্কুলের ঠিকানায় রেজিস্ট্রেশন নেই।'

স্কুলের তরফ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, দ্রুত সমস্যা মিটিয়ে ফেলা হবে। পড়ুয়াদের কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না।

বেসরকারি বাসে খুচরোর জটে নাজেহাল আমজনতা, স্বস্তির কথা পরিবহণমন্ত্রীর মুখে

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: বেসরকারি বাসে সমস্যায় পড়তে হয় ভাড়ার জন্য খুচরো নিয়ে। খুচরো না থাকলে কন্ডাক্টরদের সঙ্গে ঝামেলাও বেধে যায়। সঙ্গে শুনতে হয় নানা ধরনের বক্রোক্তিও। তবে এই ধরনের বক্রোক্তি শোনার কথা নয় আমজনতার, তা জানিয়েছেন বেসরকারি বাস সিন্ডিকেট যা জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট বলেই পরিচিত তারই সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মোটেই মানতে রাজি নন বাজারে খুচরোর অভাব রয়েছে। বরং বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই জানান, 'বর্তমানে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যে কয়েনের কোনও সমস্যা নেই। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, কয়েনের সমস্যা একদমই নেই।' তবে নিত্যযাত্রীদের বক্তব্য একেবারেই ভিন্ন। টিকিট কাটার জন্য ১০০ বা ২০০ টাকার নোট দিলে নিতে চান না কন্ডাক্টররা। কারণ হিসেবে খুচরোর অপ্রতুলতার কথাই সামনে আসে বারবার।

এক্ষেত্রে কন্ডাক্টরদের দাবি, একজন বা দু'জনের টিকিট কাটার ক্ষেত্রে বড় নোটের ভাঙানি দিতে অসুবিধা হয়। আর এই সমস্যার কারণে অসুবিধার সম্মুখীন হন যাত্রীরা। এক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই যাত্রীদের একাংশের তরফে দাবি উঠছে, কিউআর কোড দিয়ে বাস ভাড়াও নেওয়া হোক গুগল পে বা ফোন-পে-এর মতো অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে। এদিকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তিনি জানান, বাসে কিছু ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা আছে, একেবারে নেই তা নয়। তিনি বলেন, 'কিছু জায়গায় অনলাইনে টিকিট কাটার ব্যবস্থা রয়েছে। বিশেষত দূরপাল্লার বাসে অনলাইন সিস্টেম আছে, নেই তা নয়।' আর এবার সাধারণ বাসের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা রাখার ভাবনাচিন্তা তাঁদের আছে বলে জানান মন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি এও জানান, অদূর ভবিষ্যতে রাস্তায় আরও বাস নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। আর সেইসব বাস রাস্তায় নেমে গেলেই এই ব্যবস্থা চালু করা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

আর এই কিউআর কোড দিয়ে টিকিটের বাড়া মেটানোর প্রসঙ্গে তপনবাবু জানান, 'রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এটা সাধু উদ্যোগ। তবে এটাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে রাজ্য সরকারকে প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে।'

এদিকে পরিবহণমন্ত্রীর আগামীদিনে কিউআরকোড চালুর আশ্বাস দিয়েছেন জেনে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্য সরকার যদি কোনও বিষয় ঘোষণা করে, তাহলে সেটাকে চালিয়েও নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যদি চালক-কন্ডাক্টররা এটাকে ব্যবহার করতে না চান, ইউনিয়ন এটাকে গ্রহণ করবে কি না তাহলে রাজ্য সরকারকে দায়িত্ব নিতেই হবে। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডেকেটের তরফ থেকে এটা চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, একেবারেই তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা সবসময়ই চাই, পরিবহণ কাঠামো উন্নত হোক যাতে তার সাহায্যে সাধারণ মানুষকে অনেক সহজে অনেক বেশি পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়।'

সম্পাদকীয়

বৈষম্য-সংক্রমণ এখন বস্তুত পরিণত ক্রনিক রোগে!

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'ই যে একতার সেরা মন্ত্র, এই উপলব্ধি প্রধানমন্ত্রীর গেরুয়া শিবির কখনও বুঝতে চায় না। তারা কেটেছেঁটে সব আঙুলের উচ্চতা এক করে দিতে মরিয়া, এ যে দুটি হাতই অকেজো করে দেওয়ার এক উন্মত্ততা মাত্র, এই বোধ তাদের নেই। তাই বাকি ভারত এবং জনতা বিজেপির বেসুরো কোরাসে গলা মেলাতে রাজি হয়নি। পরিণামে তাদের কাছে অধরা রয়ে গিয়েছে আচ্ছে দিন এবং অমৃতকাল। শুধু সাধারণ নাগরিকরা নয়, গেরুয়া নীতির কোপে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও। মোদি জমানায় আচ্ছে দিনের অমৃত পান করে চলেছে শুধু বিজেপি এবং পার্টির পেটোয়া বেনিয়া শ্রেণি। ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার পর থেকে বিজেপির সহায়-সম্পদ যে বেড়েছে, তা এক সহজ অনুমান ছিল। কিন্তু তারা তলে তলে ৬ হাজার কোটি টাকার কারবারি হয়ে উঠেছে, এমনটা সবাই ভেবে উঠতে পারেনি। এও অবশ্য বছর দেড়েক আগের (২০২১-২২ অর্থবর্ষের) হিসেব। ওই বছর দেশের আটটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের তরফে ঘোষিত মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৮,৮২৯ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে বিজেপির একার অংশ ৬, ০৪৬ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। অদূরে লোকসভা নির্বাচন এবং মোদির সামনে হ্যাটট্রিক করার হাতছানি। এখন সব রাজনৈতিক দলই অর্থ সংগ্রহে বাড়তি গুরুত্ব দেবে। আর এই প্রতিযোগিতায় সবাইকে বলে বলে ১০ গোল দেবে বিজেপি, সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং দেশের ধনীতম পার্টির সম্পদভাণ্ডারটি অচিরে কুবেরের নিকটেও ঈর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে! করোনা মহামারীকালে দেশের বেশিরভাগ মানুষ তীব্র অর্থসঙ্কটে পড়েছিল। কারণ ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অধিকাংশ ছোট মাঝারি শিল্প ব্যবসার। রাতারাতি কাজ হারিয়েছিল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী। সর্বাধিক আহত হয়েছিল অসংগঠিত এবং পরিযায়ী শ্রমিক শ্রেণি। লিঙ্গবৈষম্যে দীর্ণ সমাজের নিয়ম মেনে মহিলাদের উপরে যে আঘাত নেমে এসেছিল, তা বেনজির! করোনাকালে ধনীরা আরও ধনী হয়েছে এবং গরিব হয়েছে আরও গরিব। ভারতীয় সমাজের মেরুদণ্ড বলে পরিচিত যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, মাঝখান থেকে তারা বিলুপ্ত হওয়ার প্রহর গুনেছে। ভারতীয়দের মধ্যে ধনাঢ্য (মিলিয়নেয়ার) ব্যক্তির সংখ্যা ২০০০ সালে ছিল ৯। সংখ্যাটি ১১৯ হতে সময় নিয়েছে ২২ বছর। উল্লেখ করার মতো ঘটনা এই যে, ধনাঢ্য ব্যক্তির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ২০১৮-২২ সালের মধ্যে, অর্থাৎ মোদি জমানার দ্বিতীয় দফায়। উপর্যুক্ত চার বছর ৭০ জন নতুন ধনাঢ্য ব্যক্তির সৃষ্টি করেছে। অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট বলছে, ভারতের প্রথম দিকের ১০ শতাংশ মানুষের হাতে মোট জাতীয় সম্পদের ৭৭ শতাংশ কুক্ষিগত রয়েছে। ২০১৭ সালে সৃষ্টি হওয়া জাতীয় সম্পদের ৭৩ শতাংশ কুক্ষিগত হয়ে গিয়েছে মাত্র ১ শতাংশ ধনী মানুষের হাতে। অন্যদিকে, একই সময়ে দেশের ৬৭ কোটি মানুষের সম্পদ বেড়েছে মাত্র ১ শতাংশ! খেয়াল করুন, বৈষম্য মোদিযুগে তো বটেই, করোনাকালে অসভ্যের মতোই চওড়া হয়েছে। বৈষম্য-সংক্রমণ এখন বস্তুত ক্রনিক!

জন্মদিন

আজকের দিন

আশা ভোশলে

১৯২৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকার জন্মদিন।*
১৯৩৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোশলের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

সুনীল স্মরণে সাহিত্য সুবাস

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

কাল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন। কাল ' কৃত্তিবাস ' এর জন্মদিন। কাল ' নীললোহিত ' এর জন্মদিন। কাল এ 'নীরা' র জন্মদিন। কাল 'কাকাবাবু'র জন্মদিন। কাল 'সেই সময় 'এর জন্মদিন নাকি কাল 'প্রথম আলো'র জন্মদিন! আমরা জানি গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে দিকপাল কবিরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, বিনয় মজুমদার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তারাপদ রায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, আলোক সরকার কিম্বা প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত যার অন্যতম। যাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সৌন্দর্যে বা স্বাধীন শক্তিতে, ভাষায়, ভাবে, ব্যঞ্জনায় ছিলেন অসামান্য। কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত সেই ধারায় সরস ও সাবলীলতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যিনি তিনি আর কেউ নন তিনি আমাদের প্রাণের সুবাস সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অনেকটা স্বাধীন সত্তার কণ্ঠ। মানে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর কবিতার সরল ভঙ্গিমানুযায়ী প্রতিবাদী ভাষা। যিনি পারেন দেখতে তার কলমের জাদুর মোহনা। কাকে বলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিপাট ব্যাবহার তা দেখিয়ে দিলেন। এ বড়ো কম কথা নয়। না, এবার টোলের পণ্ডিতের হাতেই শুধু থাকবে না কবিতার অধিকার। দিলেন তার থেকে পুরোপুরি নিষ্কৃতি। মানে কবিতা পুরোপুরি আপামর। সুতরাং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বলতে পারলেন, 'আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয় না মৃত্যু হয় না, কেননা আমি অন্যরকম ভালোবাসার হীরের গয়না শরীরে নিয়ে জন্মেছিলাম।' কবিতায় যিনি আরও সহজেই বলতে পেরেছিলেন — 'আমি মানুষের পায়ের কাছে কুকুর হয়ে বসে থাকি/ তার ভেতরের কুকুরটাকে দেখবো বলে'। এ তো সহজ কথা নয়! বরং গভীরে লুকিয়ে আছে এক অনন্ত সুন্দর অনুভব। এক গভীর প্রত্যয়। যার ভাষা আমাদের খুব চেনা। যার ভাব আমাদের খুব কাছের,যার অন্তর একেবারে সাদা।

বাংলা সাহিত্যে একটা বনলতা, একটা নীরা থাকবে না এটা কি কখনো হতে পারে। হ্যাঁ, একটা একটা করে অনেকটা পথ চলা তো পরম্পরাধর্মি। আমরা জানি না নীরা কে। কেমন তার রূপ, কিভাবে তার সৃষ্টি, কেমন তার অবয়ব। জীবনানন্দ দাশ জানেন তার নাটোরের বনলতা কেমন। আবার আমাদের আরেক হৃদয়ের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও জানেন কে তার নীরা। মানে কবি মায়ার আবৃত এক বিস্ময় সৃষ্ট চরিত্র প্রবাহমান হয় যুগে যুগে। কিম্বা এক যুগ থেকে আরেক যুগে। তবে নীরা কবির এক হৃদয় বিদারক ভালোবাসা তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। নইলে কবি লিখতে পারতেন না — 'এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ/আমি কি এ হতে কোনো পাপ করতে পারি?..../ এই ওষ্ঠ বলছে নীরাকে, ভালোবাসি/ এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায়?' কি সরল সত্য কথাটি তিনি কি সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত করলেন। তবে কেনো তা পরিপূর্ণতা পেলো না? তবে তো তার প্রেম ব্যর্থ! কবি তা মেনেও নিয়েছিলেন। তাই তিনি বলতে পারছিলেন, 'প্রতিটি ব্যর্থ প্রেমই আমাকে নতুন অহংকার দেয়/ আমি মানুষ হিসাবে একটু লম্বা হয়ে উঠি।' এ কথা তো সহজে বলা যায় না। বলতে তো বহু সাবধানী হতে হয়। কিন্তু এখানেই তো কবির আসল সত্তা। অনেকটা যা আমাদেরও। মানে, চেনা রূপ। কারণ অনুভব সরস বেদনায় প্রেম চির সজীব।

কবির অনেক আবেগ নীরাকে নিয়ে। নীরাকে নিয়ে কবির ভাবনার শেষ নেই। কবি বলেছেন, 'এক -এক সময় মনে হয় নীরা, নীরা একটা ভাবমূর্তি, একটা ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। একটা রোমান্টিক সত্তা — যে যখন তখন চলে আসে।' আবার চলেও যায়। তবে তা কখনোই শেক্সপিয়ারের 'ডার্ক লেডি'র মতো নয়। কবি প্রেমিকেরা সেটাই মানেন। কারণ 'অন্ধকার মহিলা' বা 'ডার্ক লেডি' আসলে শেক্সপিয়ারের কল্পনা চিত্রণ। আর ডার্ক লেডির মহিলা চরিত্রবতীও নন, তার ভাষা অশ্লীলতায় পূর্ণ। পরিপূর্ন রক্তমাংসের মহিলার সঙ্গে কিম্বা শরীরী ভাষা বা আবেদনে নীরার সঙ্গে ডার্ক লেডির অনেক অনেক অমিল। তবে নীরা যুবতী কিনা সেই প্রশ্নে সুনীলবাবুর নিপাট স্বীকারোক্তি — 'নীরার বয়স হয় না। সে স্থিরচিত্রের ন্যায়। বরাবরের নবীনা, চিরযৌবনা এক মানবী। নীরাকে আমি রক্তমাংসের এক মানবই করে রাখতে চাই, তবু হঠাৎ হঠাৎ সে শিল্প হয়ে ওঠে।' তিনি রসিক। তিনি রোমান্টিক। অর্থাৎ তিনি নীরার বয়েস বাড়তে দেবেন না এটাই স্বাভাবিক।

কবির অনেক আবেগ নীরাকে নিয়ে। নীরাকে নিয়ে কবির ভাবনার শেষ নেই। কবি বলেছেন, 'এক -এক সময় মনে হয় নীরা, নীরা একটা ভাবমূর্তি, একটা ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। একটা রোমান্টিক সত্তা — যে যখন তখন চলে আসে।' আবার চলেও যায়। তবে তা কখনোই শেক্সপিয়ারের 'ডার্ক লেডি'র মতো নয়। কবি প্রেমিকেরা সেটাই মানেন। কারণ 'অন্ধকার মহিলা' বা 'ডার্ক লেডি' আসলে শেক্সপিয়ারের কল্পনা চিত্রণ। আর ডার্ক লেডির মহিলা চরিত্রবতীও নন, তার ভাষা অশ্লীলতায় পূর্ণ। পরিপূর্ন রক্তমাংসের মহিলার সঙ্গে কিম্বা শরীরী ভাষা বা আবেদনে নীরার সঙ্গে ডার্ক লেডির অনেক অনেক অমিল। তবে নীরা যুবতী কিনা সেই প্রশ্নে সুনীলবাবুর নিপাট স্বীকারোক্তি — 'নীরার বয়স হয় না।

১৩৭২ এর মধ্য চৈত্রে থেকে প্রায় মৃত্যুর আগে প্রায় ৪৬ বছরে মোট ৭১টি কবিতায় নীরাকে বিভিন্নভাবে খুঁজেছেন। হঠাৎ নীরার জন্যে, নীরা তোমার কাছে, নীরা ও জিরো আওয়ার, নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা, অপমান ও নীরাকে উত্তর, নীরার পাশে তিনটি ছায়া, অভিমান, নীরাকে দেখা, নীরা হারিয়ে যেও না, নীরার কৌতুক, সাতসকালে নীরা, রেলস্টেশনে নীরা... এমন অজস্র কবিতায় তিনি নীরাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সুতরাং নীরা আজও বেঁচে আছে। থাকবেও।

আমরা সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে খুব সহজেই চিনতে পারি। দীর্ঘ উপন্যাস একা এবং কয়েকজন, সেইসময়, পূর্ব পশ্চিম, প্রথম আলো, আত্মপ্রকাশ, আমিই সে, অরণ্যের দিনরাত্রি নিয়ে কথা হয়, অথচ তার গল্প নিয়ে তত কথা হয় না। অনেকে মনে করেন উপন্যাসে তিনি শাসন করেছেন অমর কথা সাহিত্যিকদেরই মত। সে সাহস তার আছে। মানুষের মনোজগতের মধ্যে বিরাজ করে তাকে রূপদান দেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। এখানে আরও বলবার বিষয় হলো কবি সুনীল কোনোভাবেই হার মানেন নি গল্পকার সুনীলের কাছে। বরং বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যময়তাকে অনুসরণ ও বহন করেছেন নিজ কাঁধেই। সব মহৎ গল্পকারেরা যা করে থাকেন। কিন্তু অনুকরণ করেননি। রাতপাখি, পলাতক ও অনুসরনকারী, দূর থেকে দেখা, গরম ভাত কিম্বা নিছক ভূতের গল্প, যদি, দেবদূত ও বারোহাটের কানাকড়ি, খরা, শাহজাহান ও তার নিজস্ব বাহিনী — এ রকম কত গল্পতে তিনি কল্পনা নিজস্ব শৈলী বৈচিত্র্যময়তায় পরিপূর্ণ করে তুলে আমাদের মন জয় করেছেন। তবুও দুঃখটা তার পিছু ছাড়েনি। বাংলাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তায় তিনি খুব আনন্দ পেতেন। মানে তিনি হুমায়ূন আহমেদের ব্যক্তি জনপ্রিয়তা হিসাবে না দেখে তা সাহিত্যের জনপ্রিয়তার হিসেবেই দেখতেন।

সবশেষে বলি, সন্তু কাকাবাবু না থাকলে রহস্যময় সাসপেন্স ফেলুদা অবধি আটকে যেত। আর বাঙালি হিসাবে কে সেটা মেনে নেবে? কারণ মাঝে বোমকেস এসে কি কান্ডটাই না করে গেলো! সুতরাং সুনীলবাবুর সেখানে থামলে চলে না। পাঠক প্রত্যাশা যে তাকে সামলাতেই হবে। হ্যাঁ, অপ্রতিরোধ্য ভাবেই। সুতরাং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে কাজটি যখন করেছেন নিপাট যত্নের মোড়কে তা করেছেন। 'কৃত্তিবাস' এর ধারা তো এক নদীপথ। বহু কবি সেখানে সেই পথে এগিয়ে যাবার সাহস পায়। যেখানে কাব্য-কাব্যময়তা কখন যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। দুঃখের বিষয় ছোটদের মহাভারত লেখা শুরু করেও শেষ করে যেতে পারেন নি। তার আগেই ঘটে গেছে নক্ষত্রপতন। সুতরাং এক অভিভাবকহীন বাংলা সাহিত্য বড়োই সংকটে। কারণ সাহিত্য আকাশে সুনীল নেই। সরি, আছেও। বাঁচেন, মনে হয় — ব্যঞ্জনায়!

ডাকবাক্স

রাহুল-মমতা-ইয়েচুরি'র মহাজোটে বিপাকে এ রাজ্যের সিপিএম কংগ্রেসের বঙ্গজোট

সম্পাদক সমীপেষু,

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে জোট রাজনীতির জটটা এতটা জটিল আকার ধারণ করছে, আমজনতার কাছে তা ততই দূর্বোধ্য হয়ে উঠছে। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের মুখ্য দুটো বিরোধী দল কংগ্রেস আর সিপিএম এর অবস্থা তো শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা। একদিকে দিল্লির হাইকম্যান্ড অন্যদিকে পলিটব্যুরো, মহাজোটের মহামঞ্চের মধ্যমণি তৃণমূল সুপ্রিমোর অবস্থানে অধীরবাবু আর সেলিম সাহেবের অবস্থা মহাভারতের মহাযুদ্ধে শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মের মতো। দিনের আলো ফুটলে যুযুধান যে দুই পক্ষ রক্তের হোলি খেলে দিনান্তে তারাই আসে তাঁরই স্মরণে। দুপক্ষেরই আজ যারা মৃত, আগামীকাল যাদের মৃত্যু নিশ্চিত, সকলেই তো তাঁর পুত্রসম। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আবহাওয়ে যখন প্রায় পঞ্চাশটি প্রান্তিক বর্গের সহনাগরিককে হারানোর ব্যথা উপশমের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, তখনই আবার আবার একটা বিভীষিকাময় নির্বাচন বঙ্গবাসীর দুয়ারে কড়া নাড়ছে। আর তারই প্রেক্ষিতে জাতীয় মহাজোট হোক বা রাজ্যের কংগ্রেস সিপিএম-এর বঙ্গজোট, আদতে এ রাজ্যের আমজনতার মতোই দুপক্ষের নেতৃবৃন্দই সমানভাবে বিভ্রান্ত।

সদ্য সমাপ্ত হওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলায় জেলায় শাসকদলের সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন একাধিক কংগ্রেস কর্মী। খড়গ্রামের ফুলচাঁদ সেখ, মুর্শিদাবাদের রমজান সেখ, কুলপির আলফাজুদ্দিন, লালগোলার রওশন আলী, লিয়াকত সেখ, রানীনগরের অরবিন্দ মন্ডল, এদের অতৃপ্ত আত্মার কাছে এ রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা যখন সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না তখনই ব্যাঙ্গালোরের মহাজোটের মঞ্চে একই আসনে বসে তৃণমূল সুপ্রিমোর মুখে 'মাই ফেবারিট রাহুল গাঁধী ...' সব জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন। অধীরবাবু অবশ্য বঙ্গের জোটকে 'নদী' আর জাতীয় জোটকে 'সমুদ্র'-এর সাথে তুলনা করে কিছুটা নিস্ফল চেষ্টা করলেও দলের তরুণ তুর্কি কৌস্তভ বাগচী সমেত একাধিক কংগ্রেস কর্মীকে বাগে আনা সম্ভব হল না।

একই অবস্থা এ রাজ্যের সিপিএম দলের। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলায় জেলায় শাসক দলের সন্ত্রাসে বিপর্যস্ত নিচুতলার কমরেডরা যখন সবে গাইতে শুরু করেছেন,

'শহীদের রক্তঋণ শোধ করো -
জোট বাঁধো, তৈরি হও...'

তখনই মুম্বাইতে মহাজোটের একই ফ্রেমে রাহুল-ইয়েচুরি-মমতার কোলাজ সেলিম সাহেবের অস্বস্তি বাড়ালো বৈকি। চোপরার বছর একুশের মনসুর আলম হোক বা আউশগ্রামের রাজিবুল হক, লালগোলার রওশন আলী হোক বা হাওড়ার আমতার আনিস খান, শাসকদলের হাতে নিহত কমরেডদের বিদেহী আত্মারা আফশোসের সুরে সুনীল-এর কবিতার সেই বিখ্যাত লাইন দুটো বলতেই পারেন —

'ইচ্ছে করে বিবৃতি দিই ভাঁওতা মেরে জনসেবার,
ইচ্ছে করে ভাঁওতাবাজ নেতার মুখে চুনকালি দিই।'

একসময় প্রচলিত ছিল, 'রাজনীতি হল সম্ভাবনার শিল্প', কিন্তু আজকাল সেই সম্ভাবনার শিল্পই রাজনৈতিক দলের নিচুতলার কর্মীদের কাছে দুর্ভাবনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে যখন কলকাতা হাইকোর্টের প্রবাদপ্রতিম আইনজীবী সিপিএম এর বিকাশরঞ্জনবাবু একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে অভিষেক ব্যানার্জিকে জেলে ভরতে বদ্ধপরিকর তখনই জাতীয় প্রেক্ষাপটে মহাজোটের সমন্বয় কমিটির একই পংক্তিতে অভিষেকের পাশে স্থান হল সিপিআই দলের ডি রাজার।

আসলে, সেই কবে কবি লিখেছিলেন, 'আমার ভিতরে বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে ...' অথচ আজ জোট রাজনীতির ভোট নীতির সমীকরণে সেটা ক্রমশই কেমন যেন ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। হাওড়ার কান্দুয়ায় কংগ্রেসকর্মীদের হাত কাটার ঘটনা হোক বা সাঁইবাড়ির গণহত্যা, সিপিএম এর সেই সব হার্মাদরা এখন ধোয়া তুলসিপাতা হয়ে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দের বার্তা প্রচারে ব্যস্ত। কেরলে যুদ্ধং দেহী বাম-কংগ্রেস এখন কোরাস গাইছে 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি ...'। পলিটব্যুরোর বেঙ্গল লাইনে এখন মেরামতির কাজ চলছে আর '১০ জনপথ' যখন জ্যামার বসেছে তখন দুই দলের সাধারণ কর্মী আর ভোটকেন্দ্র অভিমুখে আমজনতার অবস্থা বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নবকুমারের মতো, ''পথিক ! তুমি পথ হারাইয়াছো?'

তাপস চট্টোপাধ্যায়
১৪৩/৫ শিবপুর রোড
শিবপুর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পানাগড় স্টেশনে নতুন স্টপেজ শুরু হল পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসের

সুজিত ভট্টাচার্য

কাঁকসা: বৃহস্পতিবার থেকে পানাগড় স্টেশনে নতুন স্টপেজ শুরু হল পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসের। বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে গোরক্ষপুর যাওয়ার পথে পানাগড় স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়াতেই ট্রেনের চালক এবং ট্রেনের সহ চালককে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানান রেলের আধিকারিকরা। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ট্রেনটি পানাগড় স্টেশনে দাঁড়াতেই ট্রেনের চালকের গলায় উত্তরীয় পরিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি সবুজ পতাকা নাড়িয়ে গোরক্ষপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রার গ্রিন সিগন্যাল দেন বর্ধমান দুর্গাপুরের সাংসদ এসএস আলুয়ালিয়া ও রেলের আধিকারিকরা।

তার পরেই গোরক্ষপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রেনটি। বর্তমানে ট্রেনটি সপ্তাহে দু'দিন চলবে বলে রেলের পক্ষ থেকে জানা গেছে। পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস ট্রেনটি পানাগড়ে দাড়ানোর ফলে পানাগড় বাজারের বাসিন্দাদের এবং আশেপাশের এলাকার যাত্রীদের অনেকটাই সুবিধা হল বলে জানিয়েছেন ট্রেনের যাত্রীরা। এদিন সাংসদ ফের রাজ্য সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পানাগড় বাজার থেকে রেলপাড় যাওয়ার পথে যে রেলগেটটি পড়ে সেই রেলগেটে নিত্যদিন যানজটের সৃষ্টি হয়। রেলের পক্ষ থেকে স্থায়ী ওভারব্রিজের অনুমোদন দেওয়া হলেও এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করে রেলকে জমি দিতে পারেনি। যার কারণে নিত্য যাত্রীদের রোজ সমস্যায় পড়তে হয়। তিনি জানিয়েছেন বহু মানুষের বিশেষ করে হিন্দি ভাষী মানুষদের আবেদন ছিল পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসের পানাগড় স্টেশনে স্টপেজের জন্য। এলাকাবাসীর আবেদন মেনেও তিনি রেল দপ্তরে আবেদন জানান। সেইমতো রেলের পক্ষ থেকে নতুন স্টপেজের অনুমতি আসতেই বৃহস্পতিবার পানাগড় স্টেশনে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসের নতুন স্টপেজের সূচনা করা হয়।

ভারত জোড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত এক বছর আগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি দেশের সমস্ত ধর্মের মানুষদের এক করতে ভারত জোড়ো আন্দোলন শুরু করেন। ভারত জোড়ো আন্দোলন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে সফলতা লাভ করে। তাই ভারত জোড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বিকালে পানাগড় বাজারে মিছিল করল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ভারত জোড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার পানাগড় বাজারে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড় পর্যন্ত মিছিল করেন কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। এদিন মিছিলে যোগ দেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পূরব ব্যানার্জি, ব্লকের কার্যকরী সভাপতি মোজাম্মেল হক, জেলার সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস, ব্লকের সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র শর্মা, কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ইন্দ্র কুমার মেহেরা সহ অন্যান্যরা। ব্লকের সভাপতি পূরব ব্যানার্জি বলেন, দেশজুড়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের জন্য মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বিভেদ দূর করে দেশের সমস্ত মানুষকে এক সূত্রে বাঁধার জন্য কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ভারত জোড়ো আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছিলেন। তার সেই পরিকল্পনা সফল হয়েছে এমনটাই দাবি করেছেন তিনি। সেই কর্মসূচির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তারা পানাগড় বাজারে মিছিল করে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২৫.০৯.২০২৩ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৫.০৯.২০২৩
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী শঙ্কর কুমার গুপ্তা,** পিতা রাম লাল গুপ্তা এবং শ্রীমতি ললিতা দেবি,স্বামী রাম লাল গুপ্তা সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩০৪ পরিমাণ **৯৯৬ বর্গ ফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৩ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, ২ টয়লেট এবং রাথরুম, ১ কিচেন এবং ব্যালকনি, মার্বেল মেঝে ৪র্থ তলে শান্ত নীলয় অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স, সমন্বিত সংশ্লিষ্ট ভবনে পুর হোল্ডিং নং ৩১, ভুজঙ্গধর রোড, লিলুয়া থানা অধীন, জেলা- হাওড়া, বালি পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৯ নতুন ৬৩ হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন সংশ্লিষ্ট জমির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ ৭ কাঠা ১৪ ছটাক সমপরিমাণ ১৩ শতক মৌজা- লিলুয়া, জেএল নং ১২, দাগ নং ৩০৫৭ (অংশ) এবং ৩০৫৭/৩২৪৯ (অংশ) এলআর খতিয়ান নং ২৫২২ (অংশ), ১৬৯০ (অংশ) এবং ৩০৭৮ (অংশ) জেলা এবং এডিএসআর হাওড়া, দলিল নং এল-০৫০২০৩৪২৯-২০১৬ সালের অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তি। **শঙ্কর কুমার গুপ্তা, পিতা প্রয়াত রামলাল গুপ্তা এবং শ্রীমতি ললিতা দেবি, স্বামী প্রয়াত রামলাল গুপ্তার নামে।**	ক) ২৫,৬০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৫৬,০০০.০০ টাকা	২৬,২৮,৬৯৯.৯৯ টাকা (ছাব্বিশ লাখ আঠাশ হাজার ছয়শ নিরানব্বই টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) ০৭.১০.২০২১ অনুযায়ী অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে দায়বদ্ধ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১১৫২০	ক) নেই খ) প্রতীকী দখল

ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা
পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২০.০৯.২০২৩

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ০৮.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : মেদিনীপুর
স্টেশন রোড, পুরনো ওয়াটার ট্যাঙ্কের বিপরীতে
পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১ ১০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বালিঘাই শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২০.০৯.২০২৩ তারিখে** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) **খুখমনি খাটুয়া** স্বামী সুশান্ত খাটুয়া, গ্রাম- মল্লিকপুর, পো-বালিঘাই, থানা- এগরা, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন -৭২১৪২২ খ) **বালিঘাই শাখা**	জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা- মল্লিকপুর, জেএল নং ১৭৬, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৬৩০, সাবেক খতিয়ান নং ৪৩/৬ এবং ৪৩/৪,বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৫২০, পো- বালিঘাই, থানা- এগরা, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর,পিন- ৭২১৪২২,এরিয়া ০৭.০০ ডেসিমেল পরিবর্তিত বাস্তুজমি উত্তরদিকে উত্তর পশ্চিম দিকের ১৮ডেসিমেল এবং পশ্চিম দিকের ৭০-১/৪ডেসিমেল,পূর্ব দিকের ৪৪-১/৪ ডেসিমেল- ২-৫৫ ডেসিমেল থেকে যা তপশিল-কেএ বিক্রয় দলিল নং ১-৩৯৫৮ -তারিখ ২৩.০৮.১৯৯৫ অনুযায়ী।	**৩৩,৭৯,৪১২.০১ টাকা** (তেত্রিশ লাখ উনআশি হাজার চারশো বারো টাকা এবং এক পয়সা) টাকা **১২.০৭.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য ব্যয় এবং চার্জ সহ	ক) ৫২,৫০,০০০.০০ টাকা (*) (বাহান্ন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) খ) **৫,২৫,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ লাখ পঁচিশ হাজার টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB22269084981** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখল**
২.	ক) **মেসার্স সরলতা ধান্য ভান্ডার** স্বত্বাধিকারী : জ্যোতির্ময় মাইতি, পিতা অবনী কুমার মাইতি, গ্রাম -ছত্রি, পো-ছত্রি, থানা -এগরা, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৪২২ খ) **বালিঘাই শাখা**	জমি এবং ভবন অবস্থিত জেএল নং ১৮৪, এলআর খতিয়ান নং ১৫০/২, আরএস দাগ/প্লট নং ২৬৩১, এলআর দাগ/প্লট নং ২৯৩৮, এরিয়া -১৯ ডেসিমেল, পরিবর্তিত বাস্তু মধ্যস্থানে ৮৮ ডেসিমেল থেকে। মৌজা- ছত্রি, থানা -এগরা,জেলা -পূর্ব মেদিনীপুর, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ। জমি এবং ভবন অবস্থিত জেএল নং ১৮৪, এলআর খতিয়ান নং ১৫০/২, আরএস দাগ/প্লট নং ২৬৬৯, এলআর দাগ/প্লট নং ২৯৭৭, এরিয়া -২৫ ডেসিমেল, পরিবর্তিত বাস্তু মধ্যস্থানে ৯৩ ডেসিমেল থেকে। মৌজা- ছত্রি, থানা -এগরা,জেলা -পূর্ব মেদিনীপুর, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ। জমি এবং ভবন অবস্থিত জেএল নং ১৮৪, এলআর খতিয়ান নং ১৫০/২, আরএস দাগ/প্লট নং ২৬৭০, এলআর দাগ/প্লট নং ২৯৭৮, এরিয়া -৬ ডেসিমেল, পরিবর্তিত বাস্তু মধ্যস্থানে ২৪ ডেসিমেল থেকে। মৌজা- ছত্রি, থানা -এগরা, জেলা -পূর্ব মেদিনীপুর, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ।	**৩২,১৯,৯৫১.০০ টাকা** (বত্রিশ লাখ উনিশ হাজার নশো একান্ন টাকা) টাকা **০৭.০৪.২০১৮** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য ব্যয় এবং চার্জ সহ	ক) ১১,২০,০০০.০০ টাকা (*) (এগারো লাখ কুড়ি হাজার টাকা) খ) **১,১২,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ বারো হাজার টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50198630829** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখল**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২০.০৯.২০২৩ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং** ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**। সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০ ৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৪.০৯.২০২৩
স্থান : মেদিনীপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান বৈঁক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৭.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।
ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত নিম্নমতে :

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী তাপস কুমার দাস শাখা : দালানঘাটা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ কমবেশি ২ শতক , পরগনা-মুড়াগাছা,কানপুর-ধানবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, তৌজি নং ৩৭ বিএল এবং এলআরও - ডায়মন্ড হারবার, মৌজা- বান বাহাদুর, জেএল নং ১৪৯, সাবেক খতিয়ান নং ১৯, এলআর খতিয়ান নং ৪৩৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৭৩, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ৪২২৪/২০১৭। **চৌহদ্দি : উত্তরে** : ৬ ফুট গ্রামীণ সড়ক, **দক্ষিণে :** অভিজিৎ বাবুর জমি, **পূর্বে :** শ্রীমতি অনন্যার জমি, **পশ্চিমে :** ৫ ফুট সড়ক সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ১১,২৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,১৩,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50458424085 ছ) ৪,৯৬,২২১.৪২ টাকা
২.	**শ্রী দিপায়ন দাস শাখা : বড়িশা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, ভেট্রিফায়েড টাইলসের মেঝে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ কমবেশি ৬৯৬ বর্গফুট চতুর্থ তলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চারতলা "গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট" ভবনে, (১) এক বেড রুম, (১) এক ডাইনিং, (১) এক কিচেন (১) এক টয়লেট,(১) বারান্দা অবস্থিত হোল্ডিং নং বি২-২৯/৮৭/১,২,৩,৪ স্টেনা রোড, থানা-মহেশতলা,মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত মৌজা-শ্যামপুর, জেএল নং ৪৬, আরএস দাগ নং ৮১০ এবং ৮১১, হোল্ডিং নং বি২-২৯/৮৭/১,২,৩,৪ স্টেনা রোড, থানা-মহেশতলা,এডিএসআর অফিস বেহালা, মহেশতলা পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ৩৫, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রয়াত সুকুমার বোস এবং অন্যান্যর পুকুর, **দক্ষিণে :** ১৫ ফুট চওড়া সরকার পাড়া লেন, **পূর্বে :** ১২ফুট চওড়া শ্যামপুকুর স্টেনা রোড, **পশ্চিমে :** শ্রীমতি পূরবী সরকারের ভবন সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ১৪,১০,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,৪১,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50502982369 ছ) ৯,৩২,২৫৬.০০ টাকা

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapifin@mstcecommerce.com।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

তারিখ : ০৫.০৯.২০২৩, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
শাখা - স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

নিলাম অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৯.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

ক্রম নং - ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ২৫.০৯.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৫৮৮.০২ লাখ টাকা ৩১.০৩.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স অ্যাকোর্ডিয়ানস ইনফোকম প্রা. লি., ডিরেক্টরগণ - কৌশিক মুখার্জি এবং সৈকত চন্দ,** ৪০১ ডায়মন্ড হারবার রোড, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০৩৪, **কৌশিক মুখার্জি,** পিতা অধীপ মুখার্জি, ৩/১, ডি.এন. মুখার্জি রোড, থানা - বালি, হাওড়া-৭১১২০১, **সৈকত চন্দ,** পিতা সমরেন্দ্র নাথ চন্দ, ৩৩/এ, শ্রীশ চন্দ্র চৌধুরী লেন, কলকাতা - ৭০০০০২, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **৩২,২৭,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৩,২২,৭০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ নির্মাণের সুপারবিল্ট আপ এরিয়া ২০৮৫ বর্গ ফুট ২য় তল, চারটি ঘর, এক লিভিং/ ডাইনিং রুম,এক কিচেন, এক টয়লেট,দালান ইত্যাদি সমন্বিত দক্ষিণ দিকে সকলের ব্যবহারের জন্য সিঁড়ি এবং পশ্চিমদিকে সিঁড়ি, সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের জন্য চলার পথ এক তলায় যা দক্ষিণ থেকে উত্তরে দিক পর্যন্ত প্রসারিত এবং অন্যান্য নিকাশি, জল, জলের উৎস, আলো এবং অন্যান্য যাবতীয় পরিষেবা, ছাদ, ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত বালি পুরসভা হোল্ডিং নং ২০৬ এবং ২০৬/১, এবং চূড়ান্তভাবে প্রদত্ত নম্বর ২০৬, বিভাজনের পরবর্তী পুর হোল্ডিং নং ২০৬ (বিএল-সি-১), জেএল নং ১৪, খতিয়ান নং ৭৮২০ থেকে ৭৮২৭, দাগ নং ১০৮৩২ থেকে ১০৮৩৪, আর এসনং ১৭৬৭, ওয়ার্ড নং ৪, বালি পুরসভার প্রেমিসেস নং ২০৬, গোস্বামী পাড়া রোড, পো এবং থানা -বালি, হাওড়া।
সম্পত্তি মেসার্স অ্যাকর্ডিয়ানস ইনফোকম প্রা.লি. এর নামে।
সংযুক্ত প্ল্যান সংশ্লিষ্ট দলিল নং ১-১৪৯৫/২০১১ এবং ১-১৬৫৪/২০১১ অনুযায়ী মেসার্স অ্যাকর্ডিয়ানস ইনফোকম প্রা. লি. এর নামে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০৯.২০২৩ | প্রতীকী দখলীকৃত | SARB FILE NO. 18455/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৫.০৯.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩,২৯,১৩,৫১২.৪০ টাকা ০৯.০৩.২০১৫** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স অ্যালায়ড ব্যাপার প্রা. লি.** ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ২য় তল, রুম নং ১৫, কলকাতা - ৭০০০০১ এবং ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ **শ্রীমতি রানী দেবী সুরেকা,** স্বামী কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ **শ্রী রাজেশ সুরেকা,** পিতা কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **৯৬,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৯,৬০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি বাস্তু জমি অবস্থিত মৌজা-চন্দনহাটি, জেএল নং ১০৪,দাগ নং ১৬৯ এর অংশ, খতিয়ান নং আরএস -৭২, এবং এলআর -৯০ এবং ৭৭, হোল্ডিং নং ৩৮, বামনমুড়া মেন রোড, পো- মধ্যমগ্রাম, থানা-বারাসত,ওয়ার্ড নং ১৭, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১২৪। স্বত্ব দলিল নং ০০৫১১-২০১৩ সালের (সংশোধিত দলিল নং ০১১২০-২০১৩ সালের) এবং দলিলনং ১২৬২৯/২০১২ এবং দলিল ঘোষণা ১৪৩৭৭/২০১২ (মালিক মেসার্স এলায়েড ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড)।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০৯.২০২৩ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19494/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ০৮.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২
জীবন সুধা বিল্ডিং ৮ম তল,
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০০৭১

কেস নং আরসি/৩২/২০১৪
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম মেসার্স শাউন অটোমোবাইলস প্রা. লি. এবং অন্যান্য
বিক্রয় নোটিশ

মহামান্য রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা কর্তৃক **১৬.০৮.২০২৩ তারিখের নির্দেশ** অনুযায়ী নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি একটি লটে বিক্রয় করা হবে:-
১. "সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অবিভক্ত ১/৪ অংশ (এক চতুর্থাংশ) জমি পরিমাণ ১ বিঘা, ১ ছটাক ৯ বর্গফুট কমবেশি, এবং নির্মাণ এবং শেড প্রেমিসেস নং ২৫ রাখাল দাস আড্ডি রোড (পুনর্নামাঙ্কিত ২৫বি, ২৫সি, এবং ২৫ডি রাখাল দাস আড্ডি রোড হিসেবে কলকাতা পৌর সংস্থা (কেএমসি) কর্তৃক কেএমসি ওয়ার্ড নং ৮২ অধীন, থানা-আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০২৭, অনুযায়ী শ্রী শৌনক বাগারিয়ার নামে"।
২. "সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অবিভক্ত ১/৪ অংশ (একচতুর্থাংশ) জমি পরিমাণ ১ বিঘা, ১ ছটাক ৯ বর্গফুট কমবেশি, এবং নির্মাণ এবং শেড প্রেমিসেস নং ২৫ রাখাল দাস আড্ডি রোড (পুনর্নামাঙ্কিত ২৫বি, ২৫সি, এবং ২৫ডি রাখাল দাস আড্ডি রোড হিসেবে কলকাতা পৌর সংস্থা (কেএমসি) কর্তৃক কেএমসি ওয়ার্ড নং ৮২ অধীন, থানা-আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০২৭, অনুযায়ী শ্রী জ্যোতিপ্রকাশ বাগারিয়ার নামে"।
সাধারণ নিলামের মাধ্যমে "**যেখানে যেমন আছে**", ভিত্তিতে ই-নিলাম মাধ্যমে ট্রাইবুনালের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে বিক্রি করা হবে। আগ্রহী ক্রেতাগণকে সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ বায়না জমা হিসেবে দাখিল করতে হবে রিকভারি অফিসার, ডিঅরটি-২, কলকাতার অনুকূলে অথবা নেট ব্যাঙ্কিং মাধ্যমে সার্টিফিকেট হোল্ডিং ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শক্রমে। সফল ডাকদাতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ সমন্বিত হবে ই-নিলাম প্রতিবেদন পাওয়ার পর অন্যান্যদের ফেরত দেওয়া হবে। সফল ডাকাদাতাকে বিক্রয় প্রক্রিয়ার অব্যবহিত পরবর্তীতে বায়না জমা সমন্বিতভাবে ২৫ শতাংশ দাখিল করতে হবে পরবর্তী কাজের দিন বিকেল ৪টার মধ্যে, পরবর্তী কাজের দিন ছুটি থাকলে বা রবিবার হলে পরবর্তী প্রথম কাজের দিনে দাখিল করতে হবে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে।
ক্রেতাকে বিক্রয় প্রক্রিয়ার অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ নিলাম বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে অর্থাঙ্ক দাখিল করতে হবে। সংরক্ষিত মূল্যের কমে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না যা **২,২৪,৯১,৬০০ টাকা (দুই কোটি চব্বিশ লাখ একানব্বই হাজার ছশো টাকা) টাকা এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১ শতাংশ বিক্রয়ের বর্ধিত মূল্য।** অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাদি নিম্নোক্ত কর্তৃক ২০.০৫.২০২৩ তারিখে ঘোষিত বিক্রয় ঘোষণা মোতাবেক।
এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে উক্ত সম্পত্তি অনলাইন নিলামে (ই-নিলাম) বিক্রয় করা হবে **১১.১০.২০২৩ তারিখে বেলা ৩.০০টা থেকে বেলা ৪টার মধ্যে ৩** মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **ওয়েবসাইট-http://drt.auctiontiger.net** মাধ্যমে। সম্ভাব্য ডাকদাতাকে - **http://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় নোটিশ সংগ্রহ করতে হবে এবং নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে ০৯.১০.২০২৩ তারিখের মধ্যে বায়না জমা ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডারের আকারে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতার অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় হিসেবে দাখিল করতে হবে টেন্ডারের সঙ্গে।
যাহোক নিম্নস্বাক্ষরকারী নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার সময়ে কোনও ত্রুটির জন্য দায়ী হবেন না।
ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি রেজিস্টার্ড পার্টিসিপেন্টস/আগ্রহী ক্রেতার নিকট পাঠানো হবে পরবর্তী নির্দেশ সহ ই-নিলাম প্রক্রিয়ার সুবিধা প্রদানকারী কোম্পানি কর্তৃক, যদি কিছু থাকে, অনলাইনে লগ ইন এবং অংশগ্রহণের জন্য।
অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার বিস্তারিত **E-procurement Technologies Ltd**. মোবাইল নং ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই-মেল- **support@auctiontiger.net**
আগ্রহী ডাকদাতারা ওয়েবসাইট দেখতে পারেন ই-নিলামের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য **http://drt.auctiontiger.net** পর্যবেক্ষণের জন্য এবং অন্যান্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করতে হবে **শ্রী সুদীপ্ত মল্লিক, রিসিভার, মোবাইল নং ৯৮৩১০৮২৮৬৪।**

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৭.০৮.২০২৩
স্বা/-
(এস. বিশ্বাস)
রিকভারি অফিসার

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু :
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন ১৩(২) ধারা অধীনে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
(ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন)।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) পুরুলিয়া শাখা** **খ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স লাকি ট্রেডার্স স্বত্বাধিকারী : মেসার্স সবিতা রুংটা,** স্বামী পবন কুমার রুংটা, হোটেল ময়ূর এর নিকট, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া- ৭২৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ।	**১.** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বন্ধকের মেয়াদবৃদ্ধিকৃত ফ্ল্যাট নং ২বি, ৩য় তল, রাধে রাধে অ্যাপার্টমেন্ট,মৌজা- পুরুলিয়া, জেএল নং ২, আরএস খতিয়ান নং ১৩৪৭, আরএস প্লট নং ৫২১১, ওয়ার্ড নং ৩, হোল্ডিং নং ৪৭১/১, রাঁচি রোড বাই লেন, থানা-পুরুলিয়া (টাউন), জেলা-পুরুলিয়া, পিন - ৭২৩১০১ পরিমাণ বিল্ট আপ এরিয়া ১১৬৪ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৯৭ বর্গফুট অনুযায়ী শ্রীমতি সবিতা রুংটার নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সিঁড়ি, দক্ষিণে : অন্যান্যের দোকান, পূর্বে : দিলীপ কুমার কেডিয়ার ভবন, পশ্চিমে : ১৪ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত। **২.** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত একটি দোকান ঘর, শ্রীমতি সবিতা রুংটার নামে অবস্থিত একতলায় আরএস প্লট নং ৫৯০৬ (অংশ), আরএস খতিয়ান নং ১৩৭৯, মৌজা- পুরুলিয়া, জেএল নং ০২, হোল্ডিং নং ১৫০/এ, ওয়ার্ড নং-৩, রাঁচি রোড বাই লেন, পুরুলিয়া পুরসভা অধীন, থানা- পুরুলিয়া, জেলা পুরুলিয়া, পরিমাণ - ২২৫.০০ বর্গফুট অনুযায়ী শ্রীমতি সবিতা রুংটার নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সিঁড়ি, দক্ষিণে : অন্যান্যের দোকান, পূর্বে : দিলীপ কুমার কেডিয়ার ভবন, পশ্চিমে : ১৪ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।	**ক) ০৫.০৯.২০২৩** **খ) ১৬.০৫.২০২৩** **গ) ২৫,৭৩,৭৯৫.৪৭ (পঁচিশ লাখ তিয়াত্তর হাজার সাতশো পঁচানব্বই টাকা এবং সাতচল্লিশ পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ**
২.	**ক) পুরুলিয়া শাখা** **খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি সবিতা রুংটা,** স্বামী পবন কুমার রুংটা, ময়ূর হোটেলের নিকট, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া- ৭২৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ	**১.** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির নবীকৃত বন্ধক ফ্ল্যাট নং ২বি, ৩য়তল, রাধে রাধে অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা-পুরুলিয়া, জেএল নং-২, আরএস খতিয়ান নং ১৩৪৭, আরএস প্লট নং ৫২১১, ওয়ার্ড নং ৩, হোল্ডিং নং ৪৭১/১, রাঁচি রোড বাই লেন, থানা- পুরুলিয়া(টাউন), জেলা-পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১০১ পরিমাণ বিল্ড আপ এরিয়া ১১৬৪ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৯৭ বর্গফুট অনুযায়ী শ্রীমতি সবিতা রুংটার নামে সম্পত্তি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে: সিঁড়ি, দক্ষিণে : অন্যান্যর দোকান, পূর্বে : দিলীপ কুমার কেডিয়ার ভবন, পশ্চিমে : ১৪ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।	**ক) ০৫.০৯.২০২৩** **খ) ১৬.০৫.২০২৩** **গ) ১০,০০,৯৩৮.১৬ টাকা (দশ লাখ নয়শত আটত্রিশ টাকা এবং যোলো পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ।**

তারিখ: ০৫.০৯.২০২৩
স্থান: পুরুলিয়া
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ছাত্র অপহরণের ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে রাজ্য সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: একাদশ শ্রেণির ছাত্র অপহরণের ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক গ্রামবাসীরা। অপহৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, গত মঙ্গলবার তাদের বাড়ির ছেলেকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার প্রায় ৭২ ঘণ্টা কেটে গেল পুলিশ প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। দুষ্কৃতীরা অচেনা নম্বর থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপণের দাবি করেছে। সেই টাকা না দিতে পারলে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালে এই বিক্ষোভ অবরোধের ঘটনাটি ঘটে রতুয়া থানার পরাণপুর এলাকায়। ওই এলাকার মালদা - চাঁচল রাজ্য সড়কের টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান অপহৃত ছাত্রের পরিবার-সহ গ্রামবাসীরা। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছয় রতুয়া থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর অবশেষে পুলিশি আশ্বাসে সড়ক অবরোধ তুলে নেন গ্রামবাসীরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অপহরণ হওয়া ওই ছাত্রের নাম রিন্টু মিঞা (১৯)। তার বাড়ি পরাণপুর সংলগ্ন মালোপট্টি এলাকায়। সে স্থানীয় একটি হাই মাদ্রাসায় একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত। গত মঙ্গলবার স্কুল যাওয়ার সময় ওই ছাত্রকে রাস্তা থেকেই দুষ্কৃতীরা অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ। এদিন বিক্ষোভকারী ওই ছাত্রের এক আত্মীয় বেলাল শেখ জানিয়েছেন, এলাকার এক দুষ্কৃতী জম্বু শেখ ও তার দলবল রিন্টু মিঞা নামে ওই ছাত্রকে অপহরণ

করেছে। অভিযুক্ত জম্বু শেখের সমস্ত তথ্য আমরা পুলিশকে জানিয়েছি। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি জড়িত রয়েছে বলেও রতুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তিনদিন কেটে যাওয়ার পর ছাত্র অপহরণ হয়ে থাকার বিষয়ে এদিন গ্রামবাসীরা অসন্তুষ্ট হয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

ওই ছাত্রের পরিবার জানিয়েছে, দুষ্কৃতীরা অচেনা নম্বর থেকে ফোন করে পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপণের দাবি করছে। গরিব পরিবারের পক্ষে এত টাকা জোগাড় করে দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের নামেও পুলিশে নালিশ জানানো হয়েছে। দ্রুতই ওই ছাত্র উদ্ধার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার পিছনে কি রহস্য জড়িয়ে রয়েছে তা এখনই পরিষ্কার করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে মোবাইলে সূত্র ধরে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই ওই ছাত্রকে উদ্ধারের পাশাপাশি অপহরণকারীদের গ্রেপ্তার করা হবে।

পুলিশের জালে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ডাকাতের দল, গ্রেপ্তার ১৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ডাকাতি করতে এসে ডাকাতির আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ল ডাকাতের বড় দল। ঘটনা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার বিষ্ণুপুর বাইপাস এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে মোট ১৩ জন গ্রেপ্তার হয়েছে ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২টি আগ্নেয়াস্ত্র সহ অনান্য সামগ্রী। ধৃতদের ব্যবহার করা একটি গাড়ি ও একটি ট্রাক আটক করা হয়েছে বলেই পুলিশের দাবি। ধৃতদের তোলা হবে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে। ধৃতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে পুলিশ হেপাজতের নেওয়ার আবেদন জানাচ্ছে বিষ্ণুপুর পুলিশ।

বুধবার গভীর রাতে বিষ্ণুপুর পুলিশের কাছে খবর আসে বিষ্ণুপুর শহরের বাইপাস এলাকায় সরকারি পাইপ চুরির চেষ্টা করছে দুষ্কৃতীদের একটা বড় দল। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের টিম এলাকায় গিয়ে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। পুলিশ আসতেই গাড়ি ও ট্রাক নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ টিমের বিশেষ তৎপরতায়

পুলিশের জালে পড়ে যায় দুষ্কৃতী দলটি। পুলিশ জানিয়েছে ঘটনায় মোট ১৩ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৫ রাউন্ড কার্তুজ ও অনান্য সামগ্রী। ডাকাতদলের ব্যবহার করা গাড়ি ও ট্রাকটিকেও আটক করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি এই ডাকাত দলটি মুর্শিদাবাদ ও বিহার এলাকার বাসিন্দা। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা পাইপ ও সরকারি সম্পত্তি চুরি করা এই দলের মূল টার্গেট বলে মত পুলিশের। মূলত রাজ্য সড়ক ও জাতীয় সড়ক এদের ক্রাইমের মূল টার্গেট। এই দলে আরও লোকজন রয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। এদের আর কোনো ক্রাইমের ঘটনায় যোগ রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী পুলিশ। অনান্য রাজ্যের সঙ্গে এই গ্যাং এর যোগ রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার হাজির করা হয় বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে। ধৃতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করছে বিষ্ণুপুর পুলিশ।

বাড়ি থেকে বেরলেই বেহাল রাস্তা, আতঙ্কিত গোঘাটের ধুলেপুর গ্রামের মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বর্ষার মরসুমে বৃষ্টি হলেই গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বাড়ি থেকে বের হয়ে কিভাবে বাজার দোকান থেকে শুরু করে হাসপাতাল ও ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে যাবে। সেই চিন্তায় অস্থির থাকেন ওই গ্রামের মানুষ। গ্রামের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা একেবারেই যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে হুগলি জেলার গোঘাট এক নম্বর ব্লকের কুমুড়শা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুলেপুর ও জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের রাস্তা। গ্রামের মানুষের অভিযোগ বার বার স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েও রাস্তা সংস্কার হয়নি। পাশাপাশি গ্রামের নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার না হওয়ায় নোংরা আবর্জনা যুক্ত জল রাস্তায় জমে রয়েছে। আবার ওই নোংরা জল বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই সমস্যা চলছে বলে অভিযোগ। গ্রামের মানুষের দাবি, গ্রামের মানুষের প্রাথমিক সমস্যা রাস্তা সংস্কার ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি না হওয়ায় গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওই গ্রামের মানুষ শাসক দলে তৃণমূলের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বিজেপি ওই গ্রামে জয়লাভ করে। তাদের আরও দাবি, আগুনে ঘি পরার মতো শাসক দল ওই গ্রামের উন্নয়ন থেকে সরে আসে। রাস্তা সংস্কার তো দূরের কথা কোনও উন্নয়নই করতে রাজি নয় বলে অভিযোগ। যদিও কুমুড়শা

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রবীন্দ্রনাথ দে ওই অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের সব উন্নয়নমূলক প্রকল্প কন্যাশ্রী থেকে স্বাস্থ্য সাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সব রাজনৈতিক দলের পরিবারের সদস্যরা পাচ্ছে। বিজেপি ওই সংসদে জিতেছে বলে কাজ হচ্ছে না, এটা ভিত্তিহীন অভিযোগ। ধুলেপুরের ওই রাস্তা দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করে। মূলত ধুলেপুর ও জয়কৃষ্ণপুরের মানুষ চলাচল করে। আমরা ফান্ড পেলেই কাজ শুরু করব। ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। অপরদিকে গোঘাটের ধুলেপুর গ্রামের বাসিন্দা দিগম্বর গাঙ্গুলি বলেন, বৃষ্টি হলেই রাস্তাতে এক হাঁটু জল। ড্রেনের কোনও কাজ হয়নি। স্থানীয় যুবকেরা পরিষ্কার করছে। স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানিয়েও লাভ হয়নি। আনন্দময় গাঙ্গুলি নামে আর একজন গ্রামবাসী বলেন, বিগত ১০-১২ বছর ধরে রাস্তা সংস্কার হয়নি। ড্রেনের জল পাশ না হওয়ায় বাড়িতে নোংরা জল প্রবেশ করেছে। সাপ বাড়িতে প্রবেশ করছে। জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। যদিও এই বিষয়ে গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বিডিও সম্রাট বাগচির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কুমুড়শা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই রকম একটা রাস্তার কথা শুনেছি। খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে। সবমিলিয়ে এখন দেখার ধুলেপুর গ্রামের মানুষের স্বার্থে কবে ওই বেহাল রাস্তা ও ড্রেনের সংস্কার হয়।

পথ দুর্ঘটনায় দুই পুলিশ কর্মীর মৃত্যু, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পেট্রোলিং সেরে থানায় ফেরার সময় খড়গপুর- বালেশ্বর ৬০ নং জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই পুলিশ কর্মীর, আহত হয়েছেন আরও চারজন। বৃহস্পতিবার ভোরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে খড়গপুর-বালেশ্বর জাতীয় সড়কের উকুনমারী এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, দাঁড়িয়ে থাকা একটি কন্টেনারের পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশের গাড়িটি সজোরে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই দু'জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়। দু'জন এসআই-সহ আহত হয়েছেন মোট চারজন। আহতদের মধ্যে তিনজনকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃত দুই পুলিশ কর্মী দীপক পাত্র ও বিমান করণ। দীপক পাত্র এনভিএফ, বিমান করণ সিভিক পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোরে নাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছিল। পুলিশের গাড়িটি পেট্রোলিং সেরে নারায়ণগড় থানায় ফেরার সময় মকরামপুরে একটি প্লাস্টিক কারখানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কন্টেনারের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। গাড়িতে ছয়জন ছিলেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে মকরামপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনা হলে চিকিৎসক দুই পুলিশকর্মীকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত তিন পুলিশ কর্মীকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, প্রবল বর্ষণের ফলে দৃশ্যমানতা কম থাকার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। কন্টেনারটিকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার পরে নারায়ণগড় থানায় আসেন খড়গপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপক সরকার।

তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দত্তপুকুরে আবার প্রকাশ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮৭ নম্বর পাটে তৃণমূলের প্রাক্তন সদস্য রিনা দাসের স্বামী মন্টু দাসের সঙ্গে এলাকার বর্তমান তৃণমূলের সদস্য অসীমা দাসের স্বামী রবিন দাসের সংঘর্ষ ঘিরে উত্তেজনা এলাকায়। বর্তমান তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য অসীমা দাসের স্বামী রবিদাস বলেন, এলাকায় একটি ফাঁকা জায়গা আছে যেখানে বসে কিছু অসামাজিক কাজকর্ম চলে। এলাকার ক্লাব এবং এলাকাবাসীরা থেকে সেটা বন্ধের জন্য একজন পাহারাদারকে রাখা হয়েছিল। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এলাকায় অনুষ্ঠান চলছিল তখনই মন্টু দাস নেশাগ্রস্ত হয়ে এলাকায় এসে মহিলাদের উপর চড়াও হয়, এরপরই তাকে এলাকার মহিলারা ধরে মারধর করেন। পাশাপাশি তাকে ক্লাবে আটকে রাখার চেষ্টা করলে অভিযুক্ত মন্টু দাস পালিয়ে যায়। তবে এই ঘটনার পর মন্টু দাসের পরিবার সূত্রে জানা যায়, একদিকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে অন্যদিকে ইমারতি দ্রব্য ব্যবসা করতেন বহু মানুষের কাছে সেই টাকা পেতেন সেই টাকা তুলতে এসেই তাকে একা পেয়ে বর্তমান তৃণমূল পঞ্চায়েতের সদস্য অসীমা দাসের স্বামী রবিন দাস ও তার অনুগামীরা তাকে গণপিটুনি দেয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের লোকজনেরা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বারাসাত হাসপাতালে পাঠায়। পাশাপাশি এই ঘটনার পর কাশিমপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেঘনাথ দাসের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে চাইলে তিনি ফোন ধরেন না। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন শুরু

হতেই কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১৮৭ নম্বর পাটে তৃণমূলের প্রাক্তন এবং বর্তমান দুই গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষ লেগেই আছে আজও তা অব্যাহত এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। আমডাঙা মণ্ডল তিনের সভাপতি অমিত দাস কটাক্ষ করেন। তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য রিনা দাস জানান, আমার স্বামী দু'আড়াই মাস বাড়ি ছাড়া, ছোট একটি মেয়ে রয়েছে তাকে দেখতে আসছিলেন। ক্লাবের সামনে আমার স্বামীকে দেখে রড, শাবল, ইট দিয়ে মারধর করে। পাশাপাশি দাদাকেও মারধর করে, জাকেও মারধর করে, আমার বড় মেয়েকে মারধর করে। পাড়ায় নেশা চলত সেই নেশাটাই বন্ধ করার প্রতিবাদ করাতেই এভাবেই অত্যাচার। এর আগেও আমাদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এমনটাই অভিযোগ তৃণমূলের প্রাক্তন সদস্য রিনা দাসের।

মালদার সুকান্ত স্মৃতি সংঘে সাড়ম্বরে পালিত হল খুঁটি পুজো উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রায় দেড় মাস বাকি দুর্গাপুজোর। তার আগেই মালদা শহরের সুকান্ত স্মৃতি সংঘে ঢাকে কাঠি পড়ল। বৃহস্পতিবার সকালে ইংরেজবাজার পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাবলা সরকারের নেতৃত্বে মহানন্দাপল্লি এলাকার সুকান্ত স্মৃতি সংঘে সাড়ম্বরে পালিত হল খুঁটি পুজো উৎসব। এদিন শতাধিক মহিলারা একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমেই ওই ক্লাবের খুঁটি পুজোর সূচনা করেন। ঢাক, কাঁসর বাজিয়ে চলে দুর্গা পুজোর প্রাক্কালে খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠান।

উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি তথা স্থানীয় কাউন্সিলর বাবলা সরকার, পুজা কমিটির সম্পাদক উদয় মজুমদার, জয়ন্ত বসু সহ অন্যান্য ক্লাব সদস্যরা। আর কয়েক সপ্তাহ বাদে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। বিগ বাজেট পুজোর ক্লাবগুলি ইতিমধ্যে শুরু করেছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। শহরের অন্যতম বিগ বাজেটের পুজো সুকান্ত স্মৃতি সংঘের। প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের থিম নজর কাড়ে দর্শনার্থীদের।

এদিন ঘটা করে আয়োজন করা হয় খুঁটি পুজোর। ক্লাব সভাপতি বাবলা সরকার জানিয়েছেন, এবছর ক্লাবের পুজো ৪৫ তম বর্ষ। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও নতুনত্ব থাকবে পুজোর থিমে। এবছর পূজোর থিম উৎসর্গ। লাল মাটির গ্রামের আদলে তৈরি হবে পূজা মণ্ডপ। কাজের পরিস্থিতি দেখে হবে বাজেট। তিনি আশা করেন এ বছরও দর্শনার্থীদের মন কাড়বে তাদের ক্লাবের পুজোর থিম।

রাজনৈতিক নেতাদের বেঁধে রাখার নিদান দিলেন এক কুড়মি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এবার প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে এবার রাজনৈতিক নেতাদের বেঁধে রাখার নিদান দিলেন এক কুড়মি নেতা। পাশাপাশি জঙ্গল মহল থেকে রাজনৈতিক দলকে উৎখাত করার ডাক দিলেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুরজিৎ মাহাতো। পাশাপাশি শাসক দলের বিরুদ্ধেও সুর চড়ান তিনি। উল্লেখ্য, বুধবার ৬ সেপ্টেম্বর কালা দিবসের ডাক দেয় আদিবাসী কুড়মি সমাজ। সেই উপলক্ষে বুধবার

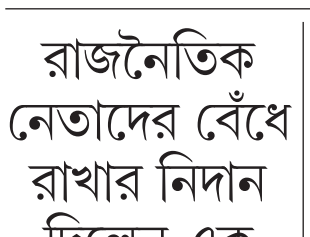

রাইপুরে একটি কর্মসূচির ডাক দেয় আদিবাসী কুড়মি সম্প্রদায়। প্রথমে রাইপুর বাজার এলাকায় একটি র‍্যালি করা হয় আদিবাসী কুড়মি সমাজের পক্ষ থেকে। এরপর রাইপুরের খাতড়া বাস স্ট্যান্ডে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আদিবাসী কুড়মি সমাজের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য স্বপন মাহাতো রাজনৈতিক নেতারা গ্রামে গেলে তাদের বেঁধে রাখার নিদান দেন। পাশাপাশি শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে জঙ্গল মহল থেকে রাজনৈতিক দলকে উৎখাত করার ডাক দেন তিনি। পরে এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে তার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে নিজের বক্তব্যে অনড় থাকেন তিনি। তবে তার বক্তব্য প্রসঙ্গে সংগঠনের সদস্য সঞ্জয় মাহাতোর দাবি, গাছে বেঁধে রাখা বলতে তিনি রাজনৈতিক প্রতিরোধের কথা বলেছেন।

দীর্ঘদিন কর্মী না থাকায় বন্ধ হয়ে পড়ে আছে হুগলির সরকারি পাঠাগার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দীর্ঘদিন কর্মী না থাকায় বন্ধ হয়ে পড়ে আছে সরকারি পাঠাগার। কর্মীর অভাবে বেহাল দশা বেঙ্গাই পঞ্চায়েতের গোঠাই গ্রামের এই সরকারি পাঠাগারের। বিষয়টি বারবার প্রশাসনের নজরে আনা হলেও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

১৯৮০ সালে বাম আমলে হুগলি জেলার এই গ্রামীণ পাঠাগারটি তৈরি হয়েছিল। এক সময় গ্রামের বহু মানুষ নিয়মিত এই পাঠাগারে আসতেন। কিন্তু সরকারি কর্মী না থাকার কারণে ধীরে ধীরে তাঁরা আসা বন্ধ করে দেন। এই নিয়ে চরম ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, পাঠাগারের হাল ফেরানোর বিষয়ে এবং সরকারি কর্মীর জন্য বারবার পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের কাছে দরবার করেও কোনও লাভ হয়নি।

এই বিষয়ে গ্রামের ব্যক্তিরা জানন, বাম আমলে তৈরি হয়েছিল পাঠাগারটি। এখান থেকে দীর্ঘদিন ভালো পরিষেবা পাওয়া গিয়েছে বলে জানান তাঁরা। কিন্তু তৃণমূল সরকার আসার পর থেকেই

পরিষেবার মান তলানিতে গিয়ে পৌঁছয়। এর জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের অসহযোগী মনোভাবকে দায়ী করছে গ্রামবাসীদের একাংশ।

পাঠাগারের বেহাল দশা প্রসঙ্গে পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বাসুদেব মণ্ডল জানান, পাঠাগার বন্ধের বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল। তিনি আশ্বাস দেন, দ্রুত এই বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন যাতে সমস্যার সমাধান করা যায়।

প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: আন্তরাজ্য প্রতারণার চক্রের অন্যতম এক মূল পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল বনগাঁ সাইবার থানার পুলিশ। প্রতারণা চক্রের অন্যতম এক মূল পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল সাইবার ক্রাইমের থানার পুলিশ। ধৃতের নাম উজ্জ্বল সিং (২২) পুরুলিয়ার বাসিন্দা সে। বুধবার দুপুরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের আন্তরাজ্যের প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যোগ সংযোগ রয়েছে এমনই জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বল্লভপুরের বাসিন্দা মিলি মণ্ডল গত জুন মাসের ১ তারিখ বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন তার স্বামী বিধান মণ্ডলের কাছে একটি অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন আসে। তাকে বলা হয় তার ক্রেডিটটি ব্লক হয়ে গিয়েছে এবং তার কাছ থেকে তার ডেবিট কার্ডের নথি সংগ্রহ করা হয়। এরপর তার কাছে ওটিপি জানতে চাওয়া হয় বিধান মণ্ডল ওটিপি দিয়ে দেন। পরবর্তীতে তার কাছ থেকে তার স্ত্রীর নথিপত্র ও জানতে চাওয়া হয়। একই পদ্ধতিতে তার স্ত্রীকেও ফোন করা হয় বলে অভিযোগ এবং পরবর্তীতে তার স্ত্রী লক্ষ্য করেন যে তার স্বামীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকাও কেটে নেওয়া হয়েছে। স্ত্রী মিলি মণ্ডল বুঝতে পারেন যে তারা প্রতারণার শিকার হয়েছেন এর পরেই তারা পুলিশের দ্বারস্থ হয়। ধৃতকে ১২ দিনের নিজেদের হেপাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ। প্রতারণা চক্রের পান্ডা গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে বনগাঁ মহকুমা আদালতের

আইনজীবী তথা বনগাঁ বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সমীর দাস বলেন, বনগাঁর এক মহিলাকে ফোনে প্রবলেম দেখিয়ে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা জালিয়াতি করে নেওয়ার অভিযোগে পুরুলিয়া থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার ১২ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক অভিযুক্তের ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সোনার বিস্কুট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ৪৫ লক্ষ টাকার সোনার বিস্কুট উদ্ধার করল সীমান্তরক্ষী বাহিনী। পলাতক পাচারকারী। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে, বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার বিথারী-হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ তারালি সীমান্তের। বিএসএফের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে দুবাই, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ হয়ে ভারতীয় সীমন্ত সুরক্ষা বাহিনীর নজর এড়িয়ে তারালি এলাকায় প্রচুর সোনা ঢুকিয়েছে পাচারকারীরা। খবর পেয়ে সতর্ক হয় ১১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। টহল দেওয়ার সময় সন্দেহ হওয়ায় এক পাচারকারীকে ধাওয়া করলে সে সোনার বিস্কুট ফেলে পালিয়ে যায়। উদ্ধার হয় ৬টি সোনার বিস্কুট। যার ওজন ৬৫০গ্রাম। যার বাজার মূল্য প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা। পলাতক পাচারকারীর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বিএসএফ। উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটগুলি তেঁতুলিয়া শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের কোনো যোগ আছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: অবশাবধানতাবশত গেট পার হতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার বনগাঁ ২ নম্বর রেলগেট এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। স্থানীয় সূত্রে খবর,এদিন এক ব্যক্তি দুই নম্বর গেট পার হচ্ছিলেন, সেই সময় রানাঘাটের দিক থেকে আসা বনগাঁগামী ট্রেন তাকে ধাক্কা মারে। রেলগেট থেকে কয়েক মিটার দূরে ছিটকে গিয়ে পড়েন তিনি। তার পা এবং হাত কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বনগাঁ জিআরপি। এই বিষয়ে এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, আমরা পাশেই ছিলাম। হঠাৎ করে একটা বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ছুটে আসি, এসে জানতে পারি ট্রেন গেট পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। তবে মৃত ব্যক্তির রাত পর্যন্ত নাম পরিচয় জানা যায়নি।

ঝাঁটিপাহাড়ি স্টেশনে স্টপেজ পুরুলিয়া এক্সপ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এলাকার মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ, ফের বাঁকুড়ার ঝাঁটিপাহাড়ি স্টেশনে 'স্টপেজ' পুরুলিয়া এক্সপ্রেসের। বৃহস্পতিবার সকালে ঝাঁটিপাহাড়ি স্টেশনে পতাকা নেড়ে পুরুলিয়া এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করেন স্থানীয় সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। উপস্থিত ছিলেন রেলের আদ্রা ডিভিশনের ডিআরএম সুমিত নারুলা। পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার ও রেলের আদ্রা ডিভিশনের ডিআরএম সুমিত নারুলা ওই ট্রেনে চেপেই বাঁকুড়া স্টেশন পর্যন্ত আসেন।

পুরুলিয়া এক্সপ্রেস ফের ঝাঁটিপাহাড়ি স্টেশনে 'স্টপেজ' দেওয়ায় খুশি ওই এলাকার ব্যবসায়ী, নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ প্রত্যেকেই। এর ফলে কলকাতা যাতায়াত আরো সুগম হল বলেই তারা জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতি মন্ত্রী

ডাঃ সুভাষ সরকার এদিন বলেন, ঝাঁটিপাহাড়ি অন্যতম ব্যবসায়িক কেন্দ্র। এই স্টেশনে পুরুলিয়া এক্সপ্রেসের স্টপেজ দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন মানুষ। বিষয়টি রেল মন্ত্রক ও রেল মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনিই। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হল বলে তিনি জানান।

বিক্ষোভের অনুমতি চেয়ে ফের ডেরেকের চিঠি দিল্লি পুলিশকে

To,
DCP
Parliament Street Police Station
New Delhi

Request for permission for Dharna

Respected Sir,

We are yet to receive a response regarding the same.

Request for an update at the earliest.

Derek O'Brien

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর: ফের একবার দিল্লি পুলিশের কাছে বিক্ষোভের অনুমতি চেয়ে তৃণমূলের তরফে চিঠি পাঠালেন রাজ্য সভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। দিল্লি পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি না মিললেও নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় তৃণমূল কংগ্রেস। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজধানীতে অবস্থান বিক্ষোভ করা হবে বলে জানিয়েছিল তৃণমূল। আগামী ২ ও ৩ অক্টোবর দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা ছিল ঘাসফুল শিবিরের। এদিকে অনুমতি মিলছে না দিল্লি পুলিশের তরফ থেকে। তবে হাল ছাড়তে নারাজ তারা।

প্রসঙ্গত, ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই তৃণমূলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন যে কেন্দ্রের আটকে রাখা ১০০ দিনের বকেয়া টাকা আদায় করতে এবার দিল্লিতে গিয়ে বিক্ষোভ-অবস্থান করা হবে। কেন্দ্রের প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এই বকেয়া টাকা মেটানোর দাবিতেই 'দিল্লি চলো'র ডাক দেন অভিষেক। সঙ্গে এও জানান, ট্রেন ভাড়া করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১০ লক্ষ কর্মী-সমর্থককে নিয়ে যাওয়া হবে দিল্লিতে। যদি পথে কোথাও আটকানো হয়, তবে সেখান থেকেই দেখানো হবে বিক্ষোভ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিক্ষোভে যোগ দেবেন বলে জানানো হয়।

এই অবস্থান বিক্ষোভের জন্য দিল্লির রামলীলা ময়দানকেই বেছে নিয়েছিল তৃণমূল। ২ অক্টোবর, গান্ধি জয়ন্তী ও তার পরের দিন অবস্থান বিক্ষোভের পরিকল্পনা ছিল তৃণমূলের। কিন্তু দিল্লি পুলিশের তরফে বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়া হয়নি, এমনটাই জানান দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। দিল্লি পুলিশ সেই আবেদন খারিজ করে। যদিও দলের তরফে জানানো হয় ২ অক্টোবর অবস্থান বিক্ষোভ হবে এবং তা দিল্লিতেই হবে। কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে আসার কোনো প্রশ্নই নেই। এবার জানা গেল, ফের তৃণমূলের তরফে নতুন করে দিল্লি পুলিশের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে অবস্থান বিক্ষোভের অনুমতি চেয়ে।

দিল্লিতে মোট তিন জায়গায় বিক্ষোভ কর্মসূচির জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে। এই জায়গাগুলি হল যন্তর মন্তর, কৃষি ভবনের বাইরে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের বাসভবনের বাইরে। আগামী ২ ও ৩ অক্টোবর বিক্ষোভ অবস্থান করা হবে বলেই জানানো হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে।

ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে মোদিকে তোপ স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ৭ সেপ্টেম্বর: উদয়নিধির 'সনাতন' মন্তব্য ঘিরে উত্তাল দেশ। পক্ষে বিপক্ষে দায়ের হয়েছে একাধিক এফআইআর। শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ে মুখ খুললেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। প্রত্যাশা মতোই ব্যাটন ধরলেন ছেলের পক্ষে। পাশাপাশি কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। তিনি মন্তব্য করেন, 'উদয়নিধি কী বলেছেন না জেনেই মন্তব্য করা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য অনুচিত কাজ।'

সম্প্রতি সনাতন ধর্মের সঙ্গে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার তুলনা করে বিতর্কে জড়ান উদয়নিধি স্ট্যালিন। এই মন্তব্য ঘিরে সরগরম ভারতীয় রাজনীতি। গেরুয়া শিবিরের দাবি, দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী ৮০ শতাংশ মানুষের গণহত্যার উস্কানি দিয়েছেন ডিএমকে নেতা। এমনকী আসরে নেমেছেন খোদ মোদি। দেশের হয়ে পদক জেতা কুস্তিগিরদের আন্দোলন, মণিপুরের গোষ্ঠী হিংসায় দেড়শো মানুষের মৃত্যুর পরেও মুখ না খুললেও সনাতন বিতর্কে সরব হয়েছেন। বলেছেন, এমন মন্তব্য করলে তার যথাযথ প্রতিক্রিয়া দিতে হবে।

মোদি-সহ গেরুয়া শিবিরের সমালোচনাকে উড়িয়ে বুধবার স্ট্যালিন বলেন, 'বিজেপির লোকেরা ওঁর (উদয়নিধি) নিপীড়নমূলক নীতির বিরোধিতা সহ্য করতে পারছে না। একটি মিথ্যা আখ্যান ছড়িয়ে দিয়েছে তারা। অভিযোগ করেছে উদয়নিধি সনাতন চিন্তাধারার লোকদের গণহত্যার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সামাজিক মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে মিথ্যাচার করছে বিজেপি। যদিও উদয়নিধি নিজের বক্তব্যে একবারও 'গণহত্যা' শব্দটিকে ব্যবহার করেননি।' এরপরই মোদিকে তোপ দাগেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'কোনও বিষয় যাচাই করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে সমস্ত সংস্থান রয়েছে। প্রশ্ন হল, প্রধানমন্ত্রী কি উদয়নিধি সম্পর্কে ছড়ানো মিথ্যা না জেনেই কথা বলছেন, নাকি তিনি জেনেশুনেই এই মন্তব্য করছেন।'

একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে এনএসই ও বিএসই

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর: একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ও বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ। দীর্ঘদিনের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থার ইউনিট এবার একই সঙ্গে মিলে যাবে। একেবারে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে দুই সংস্থার একত্রিত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি। চলতি মাসের শুরুতে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের কাছে আবেদন জানাতে চলেছে দুই সংস্থা। তবে দুই সংস্থার শীর্ষকর্তারা ইতিমধ্যেই মার্জার করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়ে ফেলেছেন।

ভারতীয় স্টক এক্সচেঞ্জের দুনিয়ায় বরাবর বিরোধী হিসাবেই দেখা হয়েছে এই দুই সংস্থা। তবে এবার গুজরাতের ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স টেক সিটিতে একসঙ্গেই ব্যবসায় নামবে দুই সংস্থা। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা এইভাবে একসঙ্গে মিলে ব্যবসার লড়াইয়ে নামবে সেটা কেউই আশা করেনি। সম্ভবত সরকারি অনুরোধেই দুই সংস্থা একসঙ্গে মিলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেই অনুমান।

কেন আচমকা এমন সিদ্ধান্ত জানতে চাওয়া হলে এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সাম্প্রতিককালে বাজারে সেভাবে দাপট দেখাতে পারছে না দুই সংস্থা। বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে দেখতে গেলে বেশি সংখ্যক স্টক এক্সচেঞ্জ চালানো বাজারের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেই জন্যই উদ্যোগ নেওয়া হল, যেন দু'টি শক্তিশালী সংস্থা একত্রিত হয়ে কাজ করতে পারে। তবে এই একত্রিত হয়ে যাওয়ার খবর এলেও কবে সরকারিভাবে ঘোষণা হবে, তা জানা যায়নি। তবে দুই সংস্থা একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে সিলমোহর দিয়েছেন সংস্থার শীর্ষকর্তারা।

ইউক্রেনে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত ১৭, আহত আরও ৩৮ জন

কিয়েভ, ৭ সেপ্টেম্বর: ইউক্রেনের একটি বাজারে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহতে সংখ্যা বেড়ে ১৭ দাঁড়িয়েছে। দোনেৎস্ক অঞ্চলের কস্তিয়ান্তিনিভকা শহরের একটি বাজারে এই হামলা করা হয় বলে জানা গেছে। বুধবারের এই ঘটনায় আরও অন্তত ৩৮ জন আহত হয়েছেন।

ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলছেন, এই হামলা বিগত কয়েক মাসের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ। ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ড্যানিস শ্যামিহাল হতাহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নিজ চ্যানেলে শ্যামিহাল বলেন, রাশিয়ার সৈন্যরা সন্ত্রাসী। তাদের কখনোই ক্ষমা করা হবে না, শান্তিতেও থাকতে দেওয়া হবে না। সবকিছুরই উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হবে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে হামলার ঠিক আগে বাজারটিতে বেসামরিক লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভিডিওটি হামলার ঠিক আগের বলে দাবি করেন তিনি। কস্তিয়ান্তিনিভকা শহরটি গুরুত্বপূর্ণ রণক্ষেত্র বাখমুতের বেশ কাছাকাছি। তাই শহরটিতে সামরিক উপস্থিতি তুলনামূলক বেশি। রাশিয়া বিগত কয়েক মাস ধরেই ইউক্রেনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে গেলেও এতে এত বেশ প্রাণহানির ঘটনা খুবই বিরল। গত এপ্রিলে উমান নামে একটি শহরে রুশ হামলায় বেশ কয়েকজন শিশুসহ ২৩ জন নিহত হয়েছিল। তারও আগে, নিপ্রোতে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ৪০ জন নিহত হয়।

রুশ সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করতে শক্তি জুগিয়েছে ওয়াশিংটন
কিয়েভের জন্য বড় অঙ্কের সামরিক প্যাকেজ ঘোষণা বাইডেনের

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর: যুদ্ধের ময়দানে রাশিয়াকে পালটা মার দিচ্ছে ইউক্রেন। এর পিছনে মদত রয়েছে আমেরিকা ও পশ্চিমের দেশগুলির। রুশ সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করতে শক্তি জুগিয়ে যাচ্ছে ওয়াশিংটন। এই 'কাউন্টার অফেন্সিভ'-এর তীব্রতা আরও বাড়াতে ফের কিয়েভের জন্য বড় অঙ্কের সামরিক প্যাকেজ ঘোষণা করল বাইডেন প্রশাসন।

রণক্ষেত্রে জেলেনস্কির 'লিলিপুট' বাহিনী রাশিয়াকে কতটা পালটা মার দিচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে বুধবার কিয়েভ পৌঁছন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। সেখানে তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করেন। লড়াইয়ের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু বাখমুট সংক্রান্ত নানা তথ্য তাঁর হাতে তুলে দেন জেলেনস্কি। এরপরই 'কাউন্টার অফেন্সিভ'-এর তীব্রতা আরও শক্তিশালী করতে একশো কোটি ডলারের সামরিক প্যাকেজ ঘোষণা করলেন ব্লিঙ্কেন। সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্যাকেজে নানা ধরনের অত্যাধুনিক যুদ্ধের সরঞ্জাম, কামানের গোলা ও ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী হাতিয়ার রয়েছে। কিয়েভে পৌঁছে সমস্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর ব্লিঙ্কেন বলেন, আমি ইউক্রেনের নেতৃত্ব, সেনাবাহিনী ও এ দেশের নাগরিকদের সাহসিকতা দেখে অভিভূত। ইউক্রেনীয় সেনার পালটা আক্রমণের ধারা দেখে আমি আপ্লুত। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে এই 'কাউন্টার অফেন্সিভ' যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়। তিনি আরও বলেন, আমি চাই ইউক্রেনে শক্তিশালী অর্থনীতি ও গণতন্ত্র গড়ে উঠুক। এর জন্য আমরা একযোগে কাজ করব। এরপরই জানা গিয়েছিল, কিয়েভকে সামরিক সাহায্য ঘোষণা করতে পারে আমেরিকা। উল্লেখ্য, এর আগেও ইউক্রেনকে ৭৭৫ মিলিয়ন (৭৭ কোটি ৫০) ডলারের অস্ত্র দিয়েছিল আমেরিকা। জেলেনস্কি বাহিনীকে অত্যাধুনিক হিমারস রকেট সিস্টেম, কামান ও ল্যান্ড মাইন খোঁজার যন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই প্যাকেজে ছিল ১৫টি স্ক্যান ঈগল ড্রোন, ৪০টি মাইন প্রোটেক্টেড গাড়ি, ১ হাজার ৫০০টি গাইডেড মিসাইলও।

উত্তপ্ত দক্ষিণ চিন সাগর, আসিয়ানের মঞ্চ থেকে ওয়াশিংটনকে এক হাত নিল বেজিং

বেজিং, ৭ সেপ্টেম্বর: এবার আমেরিকাকে ঠান্ডা লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি চিনের! বুধবার আসিয়ানের মঞ্চ থেকে নাম না করে ওয়াশিংটনকে এক হাত নিল বেজিং।

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় বসেছে আসিয়ান সামিট। ভারত, চিন, আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, কানাডার মতো দেশের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করছে আসিয়ান গোষ্ঠী। সেখানে চিনের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন প্রিমিয়ার লি কিয়াং। এদিন জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে বৈঠকে ছিল চিনও।

আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে কিয়াং বলেন, মতবিরোধ, ভ্রান্ত ধারণা, পরস্পরবিরোধী স্বার্থের কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরোধ তৈরি হতে পারে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে ইচ্ছে মতো অবস্থান বদল, জোট সংঘাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এভাবেই ঠান্ডা লড়াই আটকানো সম্ভব। তাঁর এই বক্তব্যের পর বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নাম না করলেও চিনের প্রিমিয়ারের নিশানায় আমেরিকাই রয়েছে।

উল্লেখ্য, গোটা দক্ষিণ চিন সাগর নিজের বলে দাবি করে চিন। এ নিয়ে আমেরিকা, ভারত ছাড়াও চিনের লড়াই সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, জাপান এবং সুদূর ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গেও। তাদের ভূখণ্ড থেকে দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপেও মাছ ধরার অধিকার চাইছে চিন। দক্ষিণ চিন সাগরে একাধিক দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেছে বেজিং।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035

The Chairman invites e-Tender (Online) for the work of "Construction of a Concrete Road from 23 Talbagan Colony to 31 Talbagan Colony, Ward No-19 & Improvement of Bituminous Road Near Siddha at Ward No.- 15 under Baranagar Municipality", **NIeT No: WBMAD/BM/ PWD/ NIT- 69(e)/2023-24 Dated- 04.09.2023, Tender ID No. 2023_MAD_ 563560_1 & 2023_MAD_ 563560_2.** Bid submission of end date (Online) is **18.09.2023 up to 6.00 P.M.** For details please log on to **www. wbtenders.gov.in** and visit www.baranagarmunicipality.org

Sd/- Chairman

BELDANGA-I PANCHAYT SAMITY
e-Tender Notice

e-Tender is invited for e NIT NO **010/09/2023 of SBM(G)/BEL-I (Construction of Segregation Struss shed SWM unit)** of the EO BEL-I PS. Starting date for submission of bid is 04/09/2023 at 18.00 hrs and last date for submission of bid is 11/09/2023 at 17.00 hrs. All others details will be available in the website**http://wbtenders.gov.in**

Sd/- EXECUTIVE OFFICER BELDANGA-I PANCHAYAT SAMITY.

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
CORRIGENDUM 01
Memo. No. 1378/RM
Date – 22.08.2023
Tender Ref No : WBMAD/ULB/ RM-NIQ-8e/23-24
Tender ID : 2023_MAD_ 559094_1

Corrigendum is hereby applied in respect of Eligibility Criteria. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Koshaldev Bandyopadhyay
Chairman
Ranaghat Municipality

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo. No. 1528/RM
Date – 07.09.2023
Tender Ref No : WBMAD/ ULB/ RM/NIT-11e/2023-24/ SL1 to SL20
Tender ID : 2023_MAD_ 564434_1 to 20

Name of the work: Publication of Various Construction Work (20 nos) within Ranaghat Municipality. Last Date Of Submission of Bid : **20.09.2023**. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Koshaldev Bandyopadhyay
Chairman
Ranaghat Municipality

CORRIGENDUM NOTICE

Corrigendum is hereby published on behalf of Chairman, Habra Municipality for the works within Habra Municipality

Sl.No.	Ref. e-Tender No.	Corrigendum Title
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-553/ 2023-24	1) Other Corrigendum

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer, Habra Municipality

Press Notice

E-Tenders are hereby invited from Bonafede experienced and reliable contractors for supply of **28 Days Old Ducklings** under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from 05/09/2023 to 14/09/2023. Vide NIT- **06/PMKSY-WDC 2.0/01-PSME-02/2023-24.**

Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block
&
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

Press Notice

E-Tenders are hereby invited from Bonafede experienced and reliable contractors for Implementation of Pisci Culture farming System scheme under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **05/09/2023 to 14/09/2023. Vide NIT- 05/ PMKSY-WDC 2.0/01-PSME-1/2023-24**

Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block
&
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
CORRIGENDUM

Last date for submission of tender on **15.09.2023 at 14:00 Hrs.** in place of **05.09.2023 at 14:00 Hrs.** and Date of opening technical proposal (on line) on **18.09.2023 at 14:30 Hrs.** in place of **08.09.2023 at 14:00 Hrs.** for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Tender Id	Estimated Cost (Approx)
1	Construction of R.C.C. Elevated Reservoir of capacity 450 Cum.& staging height 20 m including construction of R.C.C. bore pile (600 mm dia)	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-08/ 2023-24	2023_MAD_ 556365_1	1.30 Crore
2	Construction of R.C.C. Elevated Reservoir of capacity 900 Cum.& staging height 20 m including construction of R.C.C. bore pile (600 mm dia)	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-08/ 2023-24	2023_MAD_ 556365_2	1.84 Crore

For details visit -
www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in

ওয়েবসল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
CIN : L29307WB1990PLC048350
রেজি.অফিস : প্লট নং ৮৪৯, ব্লক পি, ৪৮ প্রমথ চৌধুরী সরণি, ৩য়তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩
ফোন : (০৩৩) ২৪০০০৪১৯, ফ্যাক্স (০৩৩) ২৪০০০৩৭৫
বার্ষিক সাধারণ সভার সংশোধনী

ওয়েবসল এনার্জি সিস্টেমস লিমিটেড ("কোম্পানি") ২১.০৮.২০২৩ তারিখে কোম্পানির সদস্যগণের বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") আহ্বায়ক নোটিশ ইস্যু করেছিল বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে বেলা ১ টায় ভিডিও কন ফারেন্সিং ("ভিসি")/ অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস ("ওএভিএম") মাধ্যমে সভা অনুষ্ঠানের জন্য। সংশ্লিষ্ট নোটিশ সকল শেয়ারহোল্ডারকে প্রেরণ করা হয়েছিল ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান অনুযায়ী এবং অন্যান্য বিধিনিয়ম অনুসারে এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়ার অনুমোদিত নীতি মোতাবেক।

যাহোক, সদস্যগণকে নিম্নোক্ত পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত হওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে :

১. বিবৃতিমূলক প্রতিবেদনে সংখ্যা নং কিউ পৃষ্ঠা নং ২৩ -এজিএম নোটিশ এর, প্রথম অনুচ্ছেদ পরবর্তী নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ সংযুক্ত হয়েছে। নতুন অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ :

যেকোনও প্রেফারেন্সিয়াল ইস্যু, যা ইস্যু পরবর্তী নিয়ন্ত্রণ বা বন্টনের ক্ষেত্রে পাঁচ শতাংশ পরিবর্তন লক্ষিত ইস্যুকারী মুলধনী শেয়ারের সম্পূর্ণ হ্রাস , সংগ্রহকারী এবং সংগ্রহকারীর পক্ষে কার্যকারী, যা মূল্যায়ন আবশ্যক প্রতিবেদন এক নিরপেক্ষ রেজিস্টার্ড মূল্যায়নকারী কর্তৃক এবং মূল্য নির্ধারণের জন্য।

সংশ্লিষ্ট তাৎক্ষণিক মূল্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে, রেগুলেশন ১৬৪ এর সাব রেগুলেশন (১),(২) বা (৪) অধীনে উচ্চতর মূল নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট তাৎক্ষণিক মূল্যের অনুপাতে,অবস্থার প্রেক্ষিতে, অথবা মূল্য নির্ধারণ এক নিরপেক্ষ রেজিস্টার্ড মূল্যায়ণকারী দ্বারার প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ইস্যুয়ারের আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েন সংস্থান অধীনে , যদি প্রযোজ্য হয়, সেই মতো নির্ধারণ করা উচিত মূল্য।

কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন সংশ্লিষ্ট ফলাফলের ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতির দিশা দেয় না তাৎক্ষণিক মূল্য যা উচ্চতর সেবি (আইসিডিআর) রেগুলেশন অধীনে নির্ধারণের থেকে। যাহোক, কোম্পানির সম্পূর্ণ হ্রাসপ্রাপ্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ইস্যু পরবর্তী ৫ শতাংশের অধিক বন্টনের থেকে, সংগ্রহকারীদের ইক্যুইটি শেয়ারসমূহের মূল্য নিম্নোক্ত মান অনুযায়ী উচ্চতর হবে বন্টনের ক্ষেত্রে

ক) মূল্য নির্ধারিত সেবি (আইসিডিআর) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ১৬৪(১) সংস্থান অধীনে(প্রায়শই লেনদেনকৃত শেয়ারসমূহ) : ১১০.৯৭ টাকা।

অথবা

খ) সেবি (আইসিডিআর) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১৬৬এ(১) অধীনে মূল্য নির্ধারিত :
সেবি (আইসিডিআর) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ১৬৬এ(১) অধীনে কোম্পানি মূল্যায়ণ প্রতিবেদন গ্রহণ করেছে ২২.০৮.২০২৩ তারিখে শ্রী সুবোধ কুমার,এক স্বাধীন নথিভুক্ত মূল্যায়নকারী-সিকিউরিটিজ বা আর্থিক সম্পদের, কাছ থেকে যার রেজিস্টার্ড অফিস দিল্লিতে এবং রেজিস্ট্রেশন নং আইবিবিআই/আরভি/০৫/২০১৯/১১৭০৫, ইউডিআইএন: ২৩৩৯৬৫৭জেডজেডডিএক্সএ১জিপি০ ইউজেড যা পৌঁছেছে ৬৪.৩৫ টাকা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনের কপি কোম্পানির ওয়েবসাইটে সংযুক্ত হয়েছে যা দেখা যাবে https://www.webelsolar.comunder the Investor Corner tab.

যাহোক ইস্যু মূল্য প্রেফারেন্স ইস্যুর জন্য রাখা হয়েছে ১১২ টাকা প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি প্রিমিয়াম ১০২ টাকা প্রতিটির ক্ষেত্রে সহ) যা উচ্চতর সংশ্লিষ্ট তাৎক্ষণিক মূল্যের থেকে নির্ধারিত সেবি (আইসিডিআর) রেগুলেশন ১৬৪(১) এবং সেবি (আইসিডিআর) রেগুলেশন ১৬৬এ(১) অধীনে নির্ধারিত মুলের প্রেক্ষিতে।

কোম্পানির পরিচালন বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হয়নি সংশ্লিষ্ট উক্ত ইস্যুর বা ইক্যুইটি শেয়ার বন্টনের কারণে এবং ফলে স্বাধীন নির্দেশকদের কমিটির কোনও সুপারিশের আবশ্যকতা নেই।

২. মূল্যায়ন প্রতিবেদন একজন স্বাধীন নিবন্ধিকৃত মূল্যায়নকারীর কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, এজিএম নোটিশের পৃষ্ঠা ২৩, পয়েন্ট নং (এম) সংশোধিত হয়েছে। সংশোধিত বিষয়গুলি নিম্নরূপ : (এম) মূল্যায়ন এবং উপযুক্ততা বন্টনের ক্ষেত্রে অন্যান্য নগদের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত হয়েছে :

বন্টন নগদ ব্যতীত অন্যভাবে বিবেচিত হচ্ছে না। যাহোক, বন্টন যেহেতু ৫ শতাংশের অধিক ইস্যু পরবর্তী সময়ে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন সম্পূর্ণ হ্রাস পেয়েছে, একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন শ্রী সুবোধ কুমারের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে, যিনি একজন স্বাধীন নথিভুক্ত মূল্যায়নকারী-সিকিউরিটিজ বা আর্থিক সম্পদের, যার রেজিস্টার্ড অফিস দিল্লিতে এবং রেজিস্ট্রেশন নং আইবিবিআই/আরভি/০৫/২০১৯/১১৭০৫, প্রস্তাবিত প্রেফারেন্সিয়াল ইক্যুইটি শেয়ারের মূল্য যথার্থতা প্রমাণের জন্য।

সংশ্লিষ্ট এজিএম নোটিশের সংশোধনী এজিএম নোটিশের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠন করছে, যা ইতিমধ্যেই সকল সদস্য এবং সামগ্রিকভাবে বন্টিত কোম্পারি শেয়ারহোল্ডারগণের কাছে এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে এজিএম নোটিশ সকল সময়েই সমন্বিতভাবে তা পড়তে হবে এজিএম নোটিশের সংশোধনী সহ । অন্যান্য সকল বিষয় এজিএম নোটিশের অপরিবর্তিত এবং সংশোধিত পরিশিষ্ট ব্যতীত, অপরিবর্তিত থাকবে।

বোর্ডের অদেশক্রমে
ওয়েবসল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সুমিত কুমার শাউ
(কেম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ০৭.০৯.২০২৩

রেজি. অফিস : প্লট ন ৮৪৯, ব্লক পি, ৪৮, প্রমথ চৌধুরী সরণি, ৩য় তল, নিউ আলিপুর,কলকাতা- ৭০০০৫৩

পূর্ব রেলওয়ে

অবাধ ই-টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ইএল / এইচডব্লুএইচ / ২৫/২১ (নোটিশ)/৫৩১, তারিখ ঃ ০৬.০৯.২০২৩, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডি আর এম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নোক্ত ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য অবাধ ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ ১) টেন্ডার নং - ই এল-এইচডব্লুএইচ- -২৫/২১-৩১৭০। **কাজের নাম ঃ** ৩৬ মাসের মেয়াদে টিকিয়াপাড়া এবং শর্টিং ইয়ার্ড কমপ্লেক্সে ৬.৫ রেডব্লু রেগুলেটেড ব্যাটারি চার্জার (মেক-অটোমিটার অ্যালিয়েন্স লিঃ) ইনপুট - ৪১৫ ভি, ৩ ফেজ এসি, ৫০ এইচজেড, আউটপুট-১১০ ভি থেকে ১৩৫ ভি ডিসি-এলএইচ বি এসি কোচ এবং এলএইচবি নন এসি কোচের জন্য প্রতিরোধ এবং ব্রেনডাউন রক্ষণাবেক্ষণে চুক্তির জন্য অবাধ ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹১,৪১,৬৮,৩০৫ টাকা। **টেন্ডার জামিন বায়না জমা ঃ** ₹২,২০,৯০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ৩৬ মাস । ২) টেন্ডার নং ইএল - এইচডব্লুসিএইচ-২৫-২১-৩১৮১। **কাজের নাম ঃ টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹৮৭,১৮,৫৯৫.০০ টাকা, **টেন্ডার জামিন বায়না জমা ঃ** ₹১,৭৪,৪০০.০০ টাকা, **সম্পাদনের মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় ঃ** ২৬.০৯.২০২৩ বেলা ৩টায়। কোনও কারণে টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ছুটি থাকলে/ধর্মঘট/বন্ধ হলে অনলাইন টেন্ডার দাখিলের তারিখের পরিবর্তন হবে না সংশ্লিষ্ট www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের কার্যকারিতার কারণে শেষ তারিখ ও সময়ের পর দাখিল গৃহীত হবে না। যাহোক টেন্ডার অনলাইনে খোলার তারিখ টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়ের পর যে কোনও সুবিধাজনক তারিখে করা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে www.ireps.gov.in থেকে। উক্ত ওয়েবসাইটে টেন্ডারদাতাদের টেন্ডার দাখিলের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হাওড়া-২৪২/২০২৩-২৪

টেন্ডার নোটিশ নিম্নোক্ত ওয়েবসাইট থেকেও পাওয়া যায় ঃ www.indianrailways.gov.in //www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

অবাধ ই-টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ১২-এসডিএসটিই -এএএসন - ২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ০৬.০৯.২০২৩, সিনি. ডিভিশনাল সিগন্যাল এবং টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল - ৭১৩৩০১ নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ আসানসোল ডিভিশনে-টেলিকম কাজের সঙ্গে সংযুক্ত ১) বরাকরে প্রশাসনিক ভবন, রান্নাঘর, ডাইনিং রুম, শৌচালয় ইত্যাদি সহ ৩০ বেডের আর পি এফ বারাক (জি+১) নতুন নির্মাণ, ২) ইউডিএল (ওএল)/আরপিএফ পোস্টে ১২ আসনের অফিস সংস্থান, আইপিএফ চেম্বার, হাজত, টিএ রুম, শৌচালয় এবং আসবাবপত্রের সংস্থান সহ আরপিএফ পোস্ট বিল্ডিংয়ের সংস্কারসাধন, ৩) জেএমটিতে ১২ আসনের অফিস সংস্থান, আই পি এফ চেম্বার, হাজত, টিএ রুম, শৌচালয় এবং আসবাবপত্র ইত্যাদির সংস্থান সহ আরপিএফ পোস্ট বিল্ডিংয়ের নতুন নির্মাণ, ৪) জামতারায় কিচেন, ডাইনিং রুম, শৌচালয় ইত্যাদি সহ ৩০ বেডের আরপিএফ বারাক (জি+১) এর সংস্কার, মেরামতি এবং উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ**₹১৯,০১,০৫৯.৫৬টাকা। **বায়না জমা ঃ** ₹৩৮,০০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের মেয়াদ ঃ** ৯০ দিন এল ও এ ইস্যুর তারিখ থেকে। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় ঃ** ০২.১০.২০২৩ বেলা ১২টা। ওয়েবসাইটের বিস্তারিত ঃ http//www.ireps.gov.in/ এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার দাখিল অনুমোদিত হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হলেও তা অগ্রাহ্য হবে। টেন্ডারদাতা /ডাকদাতাগণকে অবশ্যই শ্রেণি ও ডিজিটাল সিগনেচার শংসাপত্রের অধিকারী হতে হবে এবং আই আরইপিএস পোর্টালে নথিভুক্ত থাকা আবশ্যিক। কেবল নথিভুক্ত টেন্ডারদাতা/ডাকদাতারাই ই-টেন্ডারে অংশ নিতে পারবেন।

ASN-111/2023-24

টেন্ডার নোটিশ নিম্নোক্ত ওয়েবসাইট থেকেও পাওয়া যায় ঃ www.indianrailways.gov.in //www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

IMC of Govt. ITI Garbeta
e- TENDER

e-Tender (on line) vide Tender ID-2023_DTET_564281_1 is invited by the Chairman, IMC of Govt. ITI Garbeta for Supply, Testing, Installation & Commissioning of Tools, Equipment & Machineries for Various Trades at Govt. ITI Garbeta, Gangani, P.O.-Garhbeta, Paschim Medinipore, Pin - 721127, W.B as per Tender Schedule No-A. Last date of Bid submission is 23/09/20236 P.M. Details information/download/upload will be available from the website https://wbtenders.gov.in

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
127/GPW/ WBFDC/2023-24	Supply of 1 No. Pet Bottle Shredding Machine at Banabitan Park, Salt Lake.	08.09.2023	16.09.2023

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Office OF THE COUNCILLORS OF THE
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work 19 Nos of Municipal Area Dev. Scheme, 03 Nos SWM Scheme & 09 (Nine) Nos of Laying of D.I pipe with necessary fitting materials for connecting from New pump station to existing distribution water supply line Works at different location within Ghatal Municipality under 15th F.C Scheme within Ghatal Municipality, as mentioned in the **N.I.T No.: i) WBMAD/GHATAL/NIT-6e/2023-24, Date: 04.09.2023.** Tender ID: 2023_MAD_562539_1 to 19, **ii) WBMAD/GHATAL/NIT-7e/2023-24, Date: 04.09.2023.** Tender ID: 2023_MAD 562540_1 to 3 **& iii) WBMAD/GHATAL/ NIT-8e/2023-24, Date: 07.09.2023.** Tender ID: 2023_MAD_562885_1 to 9. Details of the tender may be seen from the website https://wbtenders.gov.in and www.ghatalmunicipality.com

Sd/-, Chairman
Ghatal Municipality

অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড
রেজি. অফিস ৩৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১২
ফোন নং +৯১-৩৩-২২১১ ০২২৫
কর্পোরেট অফিস : এসকেপি হাউস, ১৩২এ, এসপি মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৬
ফোন নং : +৯১-৩৩-৪০১৬ ৮০০০/৮১০০; ফ্যাক্স : +৯১-৩৩-৪০১৬ ৮১৯১/৮১০৭
ওয়েবসাইট : www.ankitmetal.com; ইমেল : cs@ankitmetal.com
CIN L27101WB2002PLC094979

বার্ষিক সাধারণ সভা, কাট-অফ তারিখ এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির সদস্যদের ২১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ দুপুর ১টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সেবি (এলওডিআর) এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে এজিএম (নোটিশ) আহ্বান করার নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেন করতে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা জারি করা সমস্ত প্রযোজ্য সার্কুলার সহ রেগুলেশন ২০১৫ অনুযায়ী। সদস্যদের এজিএমের নোটিশটি সাবধানে দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, বিশেষ করে এজিএমে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশাবলী এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি।

উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার মেনে, ২১ তম এজিএম-এর নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্টের সাথে ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত যোগাযোগের উদ্দেশ্য। বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে ২১ তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ankitmetal.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.nseindia.com-এ পাওয়া যাবে এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে www.evotingindia.com। ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার হোল্ডিং সদস্যদের আরটিএ-এর সাথে prasanta.sen@linkintime.com অথবা কোম্পানির সাথে cs@ankitmetal.com-এ তাদের ইমেল আইডি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে থাকা সদস্যদের শেয়ার তাদের ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানিটি তার সমস্ত সদস্যদের কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেয়ারধারণকারী সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট (রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এজিএম) এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত। এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিকাল ৫টায় শেষ হবে। এর পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি নোটিশ পাঠানোর পরে সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি helpdesk.evoting@cdslindia.com বা আরটিএ-তে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন কোম্পানি prasanta.sen@linkintime.com এ। যাইহোক, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন, তাহলে তারা তাদের ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। কোম্পানিটি এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং প্রদান করতে বেছে নিয়েছে যা ভিসি/ওএভিএম প্ল্যাটফর্মের সাথে একীভূত, এবং এর জন্য আলাদা লগইন আইডির প্রয়োজন নেই। যে সকল সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু তারা এজিএম-এ পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যেসকল সদস্যরা এজিএমে অংশ নিচ্ছেন এবং যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে রেজুলেশনে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, তারা এজিএম চলাকালীন ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি সহায়তা বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ই-মেইল লিখতে পারেন বা কোম্পানি অথবা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
শুভম ভগত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ইমপেক্স ফেরো টেক লিমিটেড
রেজি. অফিস : ৩৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১২
ফোন নম্বর + ৯১-৩৩-২২১১ ০২২৫
কর্পোরেট অফিস : এসকেপি হাউস, ১৩২এ, এসপি মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৬
ফোন নং : +৯১-৩৩-৪০১৬ ৮০০০/৮১০০; ফ্যাক্স : + ৯১-৩৩-৪০১৬ ৮১৯১/৮১০৭
ওয়েবসাইট : www.impexferrotech.com; ইমেল : cs@impexferrotech.com
CIN L27101WB1995PLC071996

বার্ষিক সাধারণ সভা, কাট-অফ তারিখ এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির সদস্যদের ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সেবি (এলওডিআর) এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে এজিএম (নোটিশ) আহ্বান করার নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেন করতে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা জারি করা সমস্ত প্রযোজ্য সার্কুলার সহ রেগুলেশন, ২০১৫ অনুযায়ী। সদস্যদের এজিএমের নোটিশটি সাবধানে দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, বিশেষ করে এজিএমে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশাবলী এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি।

উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার মেনে, ২৮তম এজিএম-এর নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত যোগাযোগের উদ্দেশ্য। বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে ২৮তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.impexferrotech.com স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.nseindia.com-এ পাওয়া যাবে এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে www.evotingindia.com। ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার হোল্ডিং সদস্যদের তাদের ইমেল আইডি mdpldc@yahoo.com-এ অথবা কোম্পানির সাথে cs@impexferrotech.com-এ আরটিএ এর সাথে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার হোল্ডিং সদস্যদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে তাদের ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানিটি তার সমস্ত সদস্যদের কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেয়ারধারী সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট (রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এজিএম) এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত। এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫টায় শেষ হবে। এর পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি নোটিশ পাঠানোর পরে সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি helpdesk.evoting@cdslindia.com বা আরটিএ-তে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন কোম্পানিটি mdpldc@yahoo.com এ। যাইহোক, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল এর সাথে নিবন্ধিত হন, তাহলে তারা তাদের ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। কোম্পানিটি এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং প্রদান করতে বেছে নিয়েছে যা ভিসি/ওএভিএম প্ল্যাটফর্মের সাথে একীভূত, এবং এর জন্য আলাদা লগইন আইডির প্রয়োজন নেই। যেসকল সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন কিন্তু তারা এজিএম-এ পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যেসকল সদস্যরা এজিএমে অংশ নিচ্ছেন এবং যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে রেজুলেশনে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, তারা এজিএম চলাকালীন ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি সহায়তা বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ই-মেইল লিখতে পারেন বা কোম্পানি অথবা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ইম্পেক্স ফেরো টেক লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
রিচা ল্যাথ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ভারতীয় দলে যোগ দিলেন রাহুল, করলেন অনুশীলনও

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপের দলে লোকেশ রাহুলকে রাখা হলেও চোট সারিয়ে তিনি ফিরছেন সুপার ফোর পর্বে। মঙ্গলবার কলম্বোয় পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার অনুশীলনও শুরু করে দিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে রাহুল দলে এলে কার জায়গায় আসবেন?

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কলম্বোয় বৃষ্টি হচ্ছে। ভারতীয় দল ইন্ডোরে অনুশীলন করেছে। কোচ রাহুল দ্রাবিড় এবং ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠৌরের সামনে ব্যাটিং অনুশীলন করেন রাহুল, হার্দিক পাণ্ড্য, শ্রেয়স আয়ার, সূর্যকুমার যাদব, শুভমন গিল এবং শার্দূল ঠাকুর। চোট সারিয়ে ফেরা রাহুল প্রথমে কিছু থ্রোডাউন (বল ছোড়া হয় ব্যাটারের দিকে) অনুশীলন করেন। পরে শ্রেয়স এবং তিনি একসঙ্গে ব্যাট করেন। অনুশীলনের সময় কোনও রকম অসুবিধা দেখা যায়নি রাহুলের মধ্যে। যা স্বস্তি দেবে ভারতীয় সমর্থকদের।

এই বছর আইপিএল খেলার সময় চোট পেয়েছিলেন রাহুল। তার পর থেকেই মাঠের বাইরে ছিলেন এই ব্যাটার। মে মাসে অস্ত্রোপচার হয় তাঁর। এশিয়া কাপের দলে তাঁকে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শ্রীলঙ্কা আসার আগে দ্রাবিড় জানিয়েছিলেন যে, রাহুল গ্রুপ পর্বে খেলতে পারবেন না। সুপার ফোরে পাওয়া যাবে তাঁকে। চোট সারিয়ে মাঠে ফেরার সময় আবার চোট লেগেছিল রাহুলের। সেই কারণেই গ্রুপ পর্বের ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি। কিন্তু রাহুল দলে আসায় ভারতের প্রথম একাদশে পরিবর্তন হতে পারে। বাদ পড়তে পারেন ঈশান কিশন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রান করে দলের ব্যাটিং বিপর্যয় রক্ষা করা তরুণ উইকেটরক্ষককে বসিয়ে রাহুলকে খেলানো হতে পারে।

যদিও অধিনায়ক রোহিত বিশ্বকাপের দল ঘোষণার সময় বলেছিলেন যে, ঈশান এবং রাহুলকে একসঙ্গে খেলানো হতে পারে। তাহলে বসতে হতে পারে শুভমনকে। বেশ কিছু ম্যাচে রান পাননি তরুণ ওপেনার। তাঁর জায়গায় ঈশানকে ওপেন করতে পাঠিয়ে, মিডল অর্ডারে খেলতে পারেন রাহুল। তিনি নিজেও ওপেন করতে পারেন।

ঋষভ পন্থ গাড়ি দুর্ঘটনার পর থেকে দলের বাইরে। সাদা বলের ক্রিকেটে তার পর থেকে উইকেটরক্ষার দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন রাহুল। তিনিও চোট পাওয়ায় সুযোগ আসে ঈশানের কাছে।

বিশ্বকাপে ১৫ জনের ভারতীয় দলে সুযোগ না পেয়ে টুইট ধাওয়ানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক দিনের বিশ্বকাপের দলে নেওয়া হয়নি শিখর ধাওয়ানকে। ভারতীয় ওপেনার টুইট করে শুভেচ্ছা জানালেন দলকে। দু'টি বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ধাওয়ানের। আটটি ইনিংসে ৫৩৭ রান করা এই ব্যাটার অনেক দিন ধরেই মূল দলের বাইরে। তিনি টুইট করে মনে করিয়ে দিলেন সুযোগ পাওয়া ১৫ জন ক্রিকেটারের দিকে ১৫০ কোটি মানুষ তাকিয়ে থাকবে।

২০১৫ এবং ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে খেলেছিলেন ধাওয়ান। সফল ব্যাটারকে বাদ দিয়ে এ বারের বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে ওপেনিংয়ের দায়িত্ব রোহিত শর্মা এবং শুভমন গিলের উপর। বাদ পড়া ধাওয়ান টুইট করে লেখেন, তএ বারের বিশ্বকাপের জন্য আমার যে সব বন্ধু এবং সতীর্থেরা সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের অভিনন্দন। ১৫০ কোটি মানুষের আশা এবং আশীর্বাদ তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। আশা করি কাপ ঘরে নিয়ে আসবে এবং তোমরা সকলকে গর্বিত করবে।

গত মঙ্গলবার ১৫ জনের দল ঘোষণা করে ভারত। আইসিসির প্রতিযোগিতায় সফল হলেও ধাওয়ানকে এখন আর এক দিনের দলে ভাবা হয় না। তিনি শেষ এক দিনের ম্যাচ খেলেছিলেন গত ডিসেম্বরে। তার পর থেকে নির্বাচকেরা আর তাঁকে দলে নেওয়ার কথা ভাবেননি। রান না পাওয়ার কারণেই দল থেকে বাদ পড়তে হয়েছিল তাঁকে। ধাওয়ানের গড় ২০-তে নেমে গিয়েছিল। তাঁর জায়গাতেই শুভমনকে দলে নেওয়া হয়। সুযোগ কাজে লাগিয়ে দলে জায়গা পাকা করে নেন তরুণ ওপেনার।

গত ১০ বছরে এই প্রথম বার আইসিসির কোনও এক দিনের প্রতিযোগিতায় বাদ পড়লেন ধাওয়ান। দু'টি এক দিনের বিশ্বকাপ খেলেছিলেন তিনি। যথাক্রমে তাঁর গড় ছিল ৪৪.১১ এবং ৫৩.৭০। আটটি ইনিংস খেলে তিনটি শতরান করেছিলেন ধাওয়ান। এক দিনের বিশ্বকাপে যে ক'টি ইনিংস রান তাড়া করার সময় খেলেছিলেন, প্রতিটিতেই ৫০ বা তার বেশি রান করেছিলেন তিনি।

কিংস কাপে ইরাকের বিরুদ্ধে হার ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিংস কাপে শক্তিশালী ইরাকের কাছে টাইব্রেকারে হারল ভারত। নির্ধারিত সময় ম্যাচ ২-২ অমীমাংসিত থাকার পর টাইব্রেকারে তারা হারল ৪-৫ ব্যবধানে। ভারতের হয়ে গোল করেন নাওরেম মহেশ। একটি গোল আত্মঘাতী। অন্য দিকে, ইরাকের হয়ে গোল করিম এবং আমিনের। এই ম্যাচ জিতলে ফাইনালে উঠত ভারত। হেরে যাওয়ায় তাইল্যান্ড বনাম লেবানন ম্যাচের পরাজিত দলের বিরুদ্ধে তৃতীয় স্থানের ম্যাচ খেলতে হবে।

টাইব্রেকারে ভারতের প্রথম শটটি মিস করেন ব্রেন্ডন ফের্নান্দেস। বাকি চারটি শটেই গোল হয়। কিন্তু ইরাকের ফুটবলারেরা পাঁচটি শটেই গোল করে যান। প্রথম গোলের ক্ষেত্রে গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু প্রায় বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরের চারটি শটে তাঁকে কোনও সুযোগই দেননি ইরাকের ফুটবলারেরা।

ম্যাচের শুরু থেকে বেশ আগ্রাসী ভঙ্গিতে খেলতে থাকে ভারত। সামনে শক্তিশালী ইরাক থাকলেও ঘাবড়ে যায়নি তারা। নিজেদের মধ্যে পাস খেলতে খেলতে আক্রমণ হচ্ছিল। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ ছিল ভারতের হাতেই। সেই আক্রমণের সুফল পায় তারা। মাঝমাঠ থেকে আক্রমণ শুরু হয়েছিল। বাঁ দিক থেকে সাহাল সামাদ বল নিয়ে উঠে যান। মাঝখান থেকে উঠে আসছিলেন নাওরেম মহেশ। সাহাল পাস বাড়ান তাঁর উদ্দেশে। বাঁ পায়ের জোরালো শটে গোল করেন মহেশ। জাতীয় দলের হয়ে এটাই তাঁর প্রথম গোল।

ছ'মিনিট পরে আরও একটি সুযোগ পেয়েছিল ভারত। বাঁ দিক থেকে মনবীর সিংব বল নিয়ে উঠে পাস দিয়েছিলেন আশিক কুরুনিয়নকে। কিন্তু গোল আসেনি। মিনিট কয়েকের মধ্যে পেনাল্টি পায় ইরাক। তাদের এক ফুটবলারের গোলমুখী শট সন্দেশ জিঙ্ঘনের হাতে লেগেছিল। পেনাল্টি থেকে গোল করেন করিম। এর ছ'মিনিট পরে আবার ইরাক এগিয়ে যেতে পারত। গোলকিপার গুরপ্রীত সিংহ সান্ধুর দারুণ সেভে সে যাত্রায় বেঁচে যায় ভারত।

দ্বিতীয়ার্ধে ইরাক তিনটি বদল করে। কিন্তু সুবিধা পায় ভারতই। ৫১ মিনিটের মাথায় ইরাকের গোলকিপার হাসানের ভুলে এগিয়ে যায় ভারত। মনবীরের থেকে পাস পেয়েছিলেন আকাশ মিশ্র। তিনি বক্সে সতীর্থকে পাস বাড়াতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইরাকের গোলকিপার ঝাঁপিয়ে পড়ে তা সেভ করতে যান। বলটি ঠিকমতো ধরতে পারেননি। হাতে লেগে তাঁর গোলে ঢুকে যায়। এর পরেই বিতর্কিত পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। ডান দিক থেকে ক্রস তুলেছিলেন ইরাকের ফুটবলার।

শুধু এশিয়া কাপ জেতা নয়

নিজের জন্য আলাদা লক্ষ্য রেখেছেন বাবরদের দলের বোলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানের প্রথম লক্ষ্য এশিয়া কাপ জেতা। তবে শুধু এশিয়া কাপ জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে চান না দলের পেসার হ্যারিস রউফ। নিজের জন্য আলাদা লক্ষ্য রেখেছেন। এশিয়া কাপের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিততে চান রউফ।

এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের দু'টি ও সুপার ফোরের একটি, অর্থাৎ তিনটি ম্যাচে ন'টি উইকেট নিয়েছেন রউফ। এখনও পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক উইকেট শিকারি তিনি। সুপার ফোরে এখনও দু'টি ম্যাচ খেলবে তারা। পাকিস্তান যদি সেমিফাইনাল ও ফাইনালে ওঠে তা হলে আরও দু'টি ম্যাচ খেলবে। এই চার ম্যাচে নিজের উইকেট সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ পাবেন রউফ।

বাংলাদেশকে হারানোর পরে রউফ বলেন, ''আমি প্রতিদিন আরও কঠিন পরিশ্রম করছি। নিজের জন্য বড় লক্ষ্য রেখেছি। আমি শুধু এশিয়া কাপ জিততে চাই না, সেই সঙ্গে প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়ও হতে চাই।''

রউফ ছাড়াও পাকিস্তানের দুই পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি ও নাসিম শাহ ছন্দে রয়েছেন। দু'জনেই সাতটি করে উইকেট নিয়েছেন। এই পেস আক্রমণ যে কোনও দলকে সমস্যায় ফেলার ক্ষমতা রাখে। খেলতে নামার আগে তাঁরা সবাই মিলে বসে পরিকল্পনা করেন বলে জানিয়েছেন রউফ। তিনি বলেন, ''প্রতিটা ম্যাচের আগে আমরা সবাই মিলে বসে পরিকল্পনা করি। ম্যাচের আলাদা আলাদা সময়ে কী ভাবে বল করতে হবে সেটা ঠিক করি। পাকিস্তানের পিচে যেমন ব্যাটারের পায়ের কাছে বল না করে কোমরের উচ্চতায় বল করলে বেশি সফল হওয়া যায়। বাংলাদেশ ম্যাচে আমরা সেটাই করার চেষ্টা করেছি।''

পাকিস্তানের পরের ম্যাচ আগামী রবিবার ভারতের বিরুদ্ধে। গ্রুপ পর্বের খেলা বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। সেই ম্যাচেও বল হাতে দুই উইকেট নিয়েছিলেন রউফ। তাঁর গতি সমস্যায় ফেলেছিল ভারতীয় ব্যাটারদের। রবিবারও নিজের ছন্দ ধরে রাখার চেষ্টা করবেন তিনি।

৮ বছর পর আবার আইপিএলে ফিরছেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার

নিজস্ব প্রতিবেদন: চার বছর আগে তাঁকে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। চোট পেয়ে সে বারের আইপিএলে খেলা হয়নি তাঁর। তার পরে আরও চার বছর আইপিএলে খেলেননি। অবশেষে আট বছর পর বিশ্বের সবচেয়ে দামি টি-টোয়েন্টি লিগে ফিরছেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার মিচেল স্টার্ক। সামনে রয়েছে এক দিনের বিশ্বকাপ। তার আগেই অন্য একটি বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন তিনি। এখন থেকেই তাঁর মাথায় ঘুরছে পরের বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তাই পরের বছর আইপিএল খেলতে চাইছেন তিনি।

শেষ বার ২০১৫ সালে আইপিএলে খেলেছিলেন স্টার্ক। তার পরে একাধিক নিলামে নিজের নাম নথিবদ্ধ করিয়েও জাতীয় দলের হয়ে খেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আইপিএল থেকে নাম তুলে নেন। তবে কেকেআরে খেলেননি চোটের কারণে। শেষ বার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। পরের বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আইপিএলে খেলা জরুরি বলে মনে করছেন তিনি।

একটি পডকাস্টে স্টার্ক বলেছেন, তআট বছর কেটে গিয়েছে। পরের বছর নিঃসন্দেহেই আইপিএলে ফিরছি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির সঠিক মঞ্চ ওটাই। তাই কেউ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে চাইলে তার উচিত আইপিএলে খেলা। পরের বছর দেশের ম্যাচও খুব বেশি নেই। তাই এই সুযোগটা কাজে লাগানো উচিত।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৮২টি টেস্ট খেলেছেন স্টার্ক। দেশের হয়ে ১০০টি টেস্ট খেলা তাঁর লক্ষ্য। বলেছেন, তশুধু ১০০ টেস্ট খেলা নয়, আমি চাই প্রতিটি টেস্ট খেলতে, যাতে দল আমাকে বাদ দিতে না পারে। তবে আপাতত দু'সপ্তাহ পরে বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে। সেই প্রতিযোগিতা একদম অন্য পর্যায়ের। টেস্ট খেলা তাঁর অগ্রাধিকার হলেও এই মুহূর্তে স্টার্কের মাথায় এক দিনের বিশ্বকাপই ঘুরছে। তিনি বলেছেন, তএক দিনের ফরম্যাটের কথা বললে বলতে পারি, চার বছর পর পর বিশ্বকাপ রয়েছে। পরের বিশ্বকাপের আগে নিজেকে কোথায় দেখতে চাই সেটা জানি না। কিন্তু আগে এই বিশ্বকাপটা শেষ হোক, তার পর ভাবব।

জেসিনের হ্যাটট্রিক, কলকাতা লিগে জর্জকে উড়িয়ে শীর্ষে থেকেই সুপার সিক্সে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লিগে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে বড় ব্যবধানে জিতল ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার নিজেদের মাঠে জর্জ টেলিগ্রাফকে হারিয়ে দিল ৪-০ গোলে। হ্যাটট্রিক করলেন জেসিন টিকে। গ্রুপ পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েই সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জন করল ইস্টবেঙ্গল।

প্রথমার্ধে লাল-হলুদ খুব একটা ভাল খেলতে পারেনি। আক্রমণ হয়েছে টুকটাক। কিন্তু গোল করতে পারেনি তারা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গলকে অন্য মেজাজে দেখা যায়। ৩৩০ সেকেন্ডের মধ্যে তিনটি গোল করে তারা। পরে আরও একটি গোল করে। ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের কোনও জবাব খুঁজে পায়নি জর্জ।

ম্যাচ শুরুর ১০ মিনিটের মাথায় ইস্টবেঙ্গল গোল খেয়ে যেতে পারত। প্রতিআক্রমণে উঠে এসেছিল জর্জ। কিন্তু ঠিক সময়ে গোললাইন ছেড়ে বেরিয়ে এসে দলকে সে যাত্রায় বাঁচিয়ে দেন আদিত্য পাত্র। ১৬ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল প্রথম একটি ভাল আক্রমণ করে। কিন্তু ভানলালপেকা গুইতের হেড ভাল বাঁচার জর্জের গোলকিপার। ২৮ মিনিটে জর্জের রক্ষণের ভুলে গুইতে একটি শট নিয়েছিলেন। সেটিও গোল হয়নি। প্রথমার্ধে এর পর বেশ কিছু সুযোগ পেলেও কাজে লাগেনি।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার ১৬ সেকেন্ডের মধ্যে গোল করে ইস্টবেঙ্গল। পরিবর্ত হিসাবে নামা জেসিন টিকে গোল করেন। কিক-অফ হওয়ার পরেই পিভি বিষ্ণুর পাস পেয়ে যান জেসিন। বিপক্ষের গোলকিপার আলি এগিয়ে এলেও ঠান্ডা মাথায় ফিনিশ করেন জেসিন। দু'মিনিট পরে আবার গোল। এ বার বাঁ দিক থেকে জর্জের গোল লক্ষ্য করে শট নিয়েছিলেন সন্দীপন। ফিরতি বলে জোরালো শটে গোল করেন জেসিন।

৫২ মিনিটের মাথায় ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় গোল। এ বার পিভি বিষ্ণু নিজেই গোল করেন। ইস্টবেঙ্গলের মুহুর্মুহু আক্রমণের সামনে তখন জর্জের দিশেহারা অবস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাল ছাড়েনি তারা। ৫৭ মিনিটের মাথায় রাজেন ওঁরাও অসাধারণ একটি শট করেন। বক্সের বাইরে থেকে মারা শট কোনও মতে বাঁচিয়ে দেন আদিত্য। ৬৮ মিনিটে আবার রাজেনের একটি শট বাঁচান তিনি। ৩-০ গোলে এগিয়ে থাকায় ইস্টবেঙ্গলের খেলার মধ্যে কিছুটা জড়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সেই জড়তা কেটে যায় ৮১ মিনিটে। ডান প্রান্ত দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের নিরঞ্জন মণ্ডল। তাঁকে ফেলে দেন বাপ্পা প্রসাদ। হ্যাটট্রিকের সামনে ছিলেন জেসিন। তিনিই শট নিতে এগিয়ে আসেন এবং গোল করে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন।

উইকেটকিপারের হেলমেটে লেগে ক্যাচ আউট!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেট মাঠে বিভিন্ন ধরনের আউট হওয়ার খবর শিরোনামে এসেছে। কিছু কিছু এমন আউট দেখা গিয়েছে যা দেখে হাসির রোল উঠেছে। তেমনই একটি ঘটনা দেখা গেল ইউরোপের একটি ক্রিকেট ম্যাচে। অদ্ভুত ভাবে আউট হলেন ব্যাটার, যে ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই ভাইরাল হল সমাজমাধ্যমে।

ইউরোপিয়ান ক্রিকেটের একটি ম্যাচে এই ঘটনা ঘটেছে। বোলার অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে একটি বল করেছিলেন। ব্যাটার উইকেটের পিছনে শট খেলতে গিয়েছিলেন। উইকেটকিপার সেই শটে ক্যাচ ধরবেন ভেবে এগোচ্ছিলেন। কিন্তু ব্যাটারের শট উইকেটকিপারের হেলমেটে লেগে আকাশে উঠে যায়। শর্ট থার্ডম্যানে থাকা ফিল্ডার দৌড়ে এসে ক্যাচ ধরে নেন। যে হেতু বল মাটি ছোঁয়নি, তাই সেটি আউট বলে বিবেচিত হয়।

কিছু দিন আগে নেপালের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে অদ্ভুত ভাবে রান আউট হয়েছিলেন পাকিস্তানের মহম্মদ রিজওয়ান। ২৪তম ওভারে আউট হন তিনি। ৪৪ রানে ব্যাট করছিলেন রিজওয়ান। সহজ একটি রান নিতে দৌড়েছিলেন তিনি। কিন্তু নেপালের দীপেন্দ্র সিংহের ছোড়া বল উইকেট ভেঙে দেয়। ক্রিজে ঢোকার আগে লাফাতে গিয়েছিলেন রিজওয়ান। ফলে তাঁর ব্যাট মাটিতে ঠেকে ছিল না। সেই কারণেই তাঁকে আউট দেওয়া হয়।

প্রকাশিত হল আইএসএল ২০২৩-২৪-এর সূচি

কলকাতা ডার্বি দেওয়া হয়েছে ২৮ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রকাশিত হল আইএসএল ২০২৩-২৪-এর প্রথম ভাগের সূচি। ডিসেম্বর পর্যন্ত চার মাসের সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। তার মধ্যে কলকাতা ডার্বি দেওয়া হয়েছে ২৮ অক্টোবর। একই দিনে ইডেন গার্ডেন্সে নেদারল্যান্ডস বনাম বাংলাদেশের বিশ্বকাপের খেলা রয়েছে। যুবভারতীতে কলকাতা ডার্বি শুরু হবে রাত ৮টা থেকে।

নতুন সূচিতে মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ আইএসএলে অভিষেক হওয়া পঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে। ২৩ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা থেকে যুবভারতীতে শুরু হবে সেই ম্যাচ। ইস্টবেঙ্গলও ঘরের মাঠে অভিযান শুরু করছে। ২৫ সেপ্টেম্বর তারা খেলবে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে।

পূর্বঘোষণা মতোই ২১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এ বারের ঘরোয়া ফুটবল লিগ। প্রথম ম্যাচেই দক্ষিণী ডার্বি। কোচিতে মুখোমুখি হবে কেরল ব্লাস্টার্স এবং বেঙ্গালুরু এফসি। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্যে ৯-২০ অক্টোবর এবং ৮-২৪ নভেম্বর কোনও ম্যাচ রাখা হয়নি। এ বারের আইএসএলে রাতের ম্যাচ শুরু হবে ৮টা থেকে। যে দিন দু'টি করে ম্যাচ রয়েছে, সেই দিনগুলিতে প্রথম ম্যাচ বিকেল ৫.৩০টা থেকে। তবে আগের মতো শুধু সপ্তাহান্তে খেলা রাখা হয়নি। অনেক ম্যাচ রয়েছে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যেও।